ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 11 March, 2024 ■ আগরতলা ১১ মার্চ ২০২৪ ইং ■ ২৭ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জনজাতিদের আবেগকে সরকার সমসয়ম সম্মান করে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ ।। রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে মহারাজাদের অবদান দীর্ঘকাল উপেক্ষিত ছিল। পূর্বে মহারাজাদের অবদানকে সেভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। নরেন্দ্র মোদি প্রধানমী হওয়ার পর এবং রাজ্যে বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্যের উন্নয়নে মহারাজাদের অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে। আজ আগরতলায় মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দর কমপ্লেক্সে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের বোঞ্জের পূর্ণাবয়ব মূর্তির আবরণ উন্মোচন করে মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। উল্লেখ্য, এই মূর্তি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩৫ লক্ষ টাকা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা বিমানবন্দরের পথচলার একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। আগে এই বিমানবন্দর সিঙ্গারবিল নামে সুপরিচিত ছিল। ছোট আকারে ছিল এই বিমানবন্দরটি। ধীরে ধীরে এই বিমানবন্দরটির পরিসরের ব্যাপ্তি ঘটে। বর্তমানে অনেকগুলি বিমান চলাচল করছে। প্রায় ৪ হাজার যাত্রী প্রতিদিন এই বিমানবন্দর দিয়ে আসা যাওয়া করছে। মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে শীঘই চালু করতে সরকার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। মুখ্যমী বলেন, রাজ্যে আসা বহির্রাজ্যের যাত্রীসাধারণ যখন সুদৃশ্য এই বিমানবন্দরের সৌন্দর্যতার ভূয়সী প্রশংসা করেন তখন রাজ্যবাসী হিসেবে নিজেদের গর্ববোধ হয়। তিনি বলেন, প্রধানমীর আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে রাজ্যে জাতীয় সড়ক, বিমান, ইন্টারনেট, জলপথ ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় অনেক উন্নতি হয়েছে।

অনুষ্ঠানে পরিবহণমী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, রাজ্যে বর্তমান সরকার গঠিত হওয়ার পর জাতি জনজাতিদের মেলবন্ধন ও সৌভ্রাতত্বকে আরও সুদৃঢ় করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মহারাজাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে আগরতলা বিমানবন্দরের নাম মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্যের নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যকে শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে এবং আগামী প্রজন্মের কাছে মহারাজার অবদানের কথা তুলে ধরতে এই বোঞ্জ মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। তিনি বলেন, আগরতলা বিমানবন্দরটি অতীতে বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আগামীদিনে এই বিমানবন্দরটি রাজ্যের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামী টিংকু রায়, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পরিবহণ দপ্তরের সচিব ইউ কে চাকমা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়ার নাম পরিবর্তন করে হল গন্ডাতুইসা

রাইমা সাইমা কলাক্ষেত্রের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ ।। অ্যাসপিরেশনাল জেলা হিসেবে চিহ্নিত ধলাই জেলার প্রান্তিক মহকুমা গণ্ডাতুইসার সার্বিক বিকাশে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। প্রধানমী নরেন্দ্র মোদি উন্নয়নের যে নিশ্চয়তা দিয়েছেন সেই লক্ষ্যেই বর্তমান সরকার কাজ করছে। প্রান্তিক জনপদের অন্তিম ব্যক্তির কল্যাণ সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। আজ গণ্ডাতুইসা মহকুমার নারায়ণপুরে নবনির্মিত রাইমা সাইমা কলাক্ষেত্রের উদ্বোধন করে মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। উল্লেখ্য, নবনির্মিত রাইমা সাইমা কলাক্ষেত্রের নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১৫ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। দ্বিতল এই কলাক্ষেত্রের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে ৭১৩টি এবং ফার্স্ট ফ্লোরে ১৫০টি আসন রয়েছে। নবনির্মিত রাইমা সাইমা কলাক্ষেত্র থেকে মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এদিন ভার্চয়ালি গণ্ডাতুইসায় রতনমণি পাড়া উচ্চবিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবন, ১০০ শয্যা বিশিষ্ট দুর্বাজয় চৌধুরী পাড়ায়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন্ত্রিসভায় স্থান না পাওয়ায়

রিয়াংদের ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ ।। রিয়াং সম্প্রদায়ের কোনো প্রতিনিধিকে রাজ্য মন্ত্রিসভায় না রাখায় রিয়াং জাতির সমস্ত ভোটাররা আসন্ন লোকসভা নির্বাচন বয়কট করবে -আজ একথা জানান ব্রু সংগ্রমা উমথর রাজ্য সহ-সভাপতি বাবুজয় রিয়াং।

তিনি অভিযোগ করেন গোটা রাজ্যে রিয়াংদের নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে কিন্তু সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ। গোটা রাজ্যে প্রায় চার লক্ষ রিয়াং সম্প্রদায়ের ভোটার আছে। এর মধ্যে আড়াই লক্ষ হিন্দু সনাতন ভোটার। ত্রিপুরার বিধানসভায় দুজন রিয়াং সম্প্রদায়ের বিধায়ক আছেন। রাজনৈতিক দলগুলি ভোটের সময় রিয়াং ভোটারদের ভোট নিয়ে নাচানাচি করে আর ক্ষমতায় আসার পর রিয়াংদের কোন উন্নয়নে কেউই উৎসাহ দেখাচ্ছে না।

রিয়াং সম্প্রদায়ের মানুষদের বৎসরের পর বৎসর ধরে ঠকানো হচ্ছে বলে বাবুজয় রিয়াং অভিযোগ করেন। রাজ্য সরকারের পি টি জি দপ্তরের অধীনে রিয়াংদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার কথা কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় চার লক্ষ রিয়াং ভোটার এবং তাদের পরিবার-পরিজনরা কোন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। রাজ্যের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় সীমাহীন দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছে রিয়াংরা।

রিয়াং সম্প্রদায়ের মানুষ না পাচ্ছে চিকিৎসা পরিষেবা, না পাচ্ছে শিক্ষার আলো অথচ রাজনৈতিক নেতারা ভোটের সময় রিয়াং ভোটারদের নিয়ে রাজনীতি করে যাচ্ছে। কিন্তু রিয়াংদের সমস্যার সমাধানের জন্য কেউই তৎপর হচ্ছে না। এইসব কারণে রিয়াং সম্প্রদায়ের ভোটাররা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভোট বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্রু সংগ্রমা উমথ সনাতনি রিয়াংদের একটি সংগঠন। দেখা যাচ্ছে রাজ্যে রিয়াং সম্প্রদায়ের একজন বিজেপি বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং শান্তিরবাজার থেকে নির্বাচিত। একজন ত্রিপরা মথা বিধায়ক ফিলিপস রিয়াং কাঞ্চনপুর থেকে নির্বাচিত।

রাজ্যের শাসক দল বিজেপির এক প্রভাবশালী নেতা জানান রিয়াংদের অবজ্ঞা করা ঠিক হবে না। ত্রিপুরার ইতিহাসে রিয়াং বিদ্রোহের মতো ঘটনা ঘটেছে। প্রয়োজনে দাবি আদায়ে রিয়াংরা আবার বিদ্রোহ করবে। রিয়াং ভোটারদের ভোট বয়কটের সংবাদে চাঞ্চল্যে সৃষ্টি হয়েছে।

১৩২ কেভি সাব স্টেসনে অগ্নিকান্ডে আড়াই ঘন্টা বিদ্যুৎহীন ধর্মনগর শহর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ মার্চ ।। ১৩২ কেবি মিশন টিলা সাব স্টেশনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এলাকা জুড়ে তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

এতে অল্পতে রক্ষা পেয়েছে গোটা ধর্মনগর শহর।

রবিবার সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ ধর্মনগরস্থিত মিশনটিলা ১৩২ কেভি পাওয়ার সাব স্টেশনে একটি বিস্ফোরণে দাহ্য তরল পদার্থ ছড়িয়ে পড়ে বীভৎস আগুন লেগে যায়। ধর্মনগর অগ্নি নির্বাপক বাহিনীকে খবর দিলে অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর দুটি ইঞ্জিন তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অক্লান্ত পরিশ্রমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

গোটা শহরের বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রায় আড়াই ঘন্টা ছিন্ন থাকার পর পুনরায় শহরের বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে সক্ষম হয় দপ্তরের কর্মকর্তারা। তবে কি কারনে হঠাৎ করে এই বিস্ফোরন তার কারণ এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়াররা তদন্তে খতিয়ে দেখছেন এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। তবে যেভাবে বৈদ্যুতিক আগুন লেগেছিল তা এত তাড়াতাড়ি নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে ধর্মনগর শহরের একাংশ পুড়ে ছাই হয়ে যেত বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। এক বীভৎসর অগ্নিকাণ্ড থেকে অল্পেতেই রক্ষা পেল ধর্মনগর শহর।

লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবের হাত ধরে রবিবার বড়জলায় শতাধিক ভোটর বিরোধী শিবির ত্যাগর করে পদ্মবনে যোগদান করেন।

লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কৈলাসহরে সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১০ মার্চ ।। বিজেপি মন্ডলের সংখ্যালঘু মোর্চার উদ্যোগে স্নেহ সম্ভাদ অভিযানের অঙ্গ হিসেবে কৈলাসহর ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে একটি হলসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার রাজ্য কমিটির সভাপতি বিল্লাল মিয়া, রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মবসর আলী, বিজেপি কিষান মোর্চার রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি আব্দুল গফফার, ঊনকোটি জেলার বিজেপির সভাপতি পবিত্র দেবনাথ, ঊনকোটি জেলার বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি আকতারুল হোসেন বাবুল, বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চা রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক গিয়াসউদ্দিন আহমেদ লাভলু, কৈলাশহর বিজেপি মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত দে, আব্দুল মুনিম থেকে শুরু করে বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার অন্যান্য নেতৃত্বরা এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

মূলত আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেই এদিনের এই কর্মসূচি বলে জানিয়েছেন নেতৃত্বরা। কৈলাসহর ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে প্রদীপ প্রজ্জলন করে উক্ত হলসভার শুভ উদ্বোধন করেন বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার রাজ্য কমিটির সভাপতি বিল্লাল মিয়া।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেতৃত্বরা রাজ্য

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেলুয়ার চকে লক্ষাধিক টাকার গাঁজা সহ আটক তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১০ মার্চ ।। শনিবার দুপুরে কলমচৌড়া থানাধীন ভেলুয়ারচর নাকা পয়েন্টে ভেহিকেল চেকিং কালে একটি সন্দেহভাজন যাত্রীবাহী অটোকে আটক করে ডিউটিরত কলমচৌড়া থানার পুলিশ। আটককৃত অটো গাড়িতে চেকিং করলে তাতে দেখা যায় বিহার রাজ্যের একজন মহিলা এবং দুজন পুরুষ যাত্রী রয়েছেন। পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় তাদেরকে আটো থেকে নামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে অটোতে থাকা মহিলা পুলিশকে জানান, তিনি ভেলুয়ারচরের বাবা ঈট ভাট্রায় শ্রমিকের কাজ করেন এবং তার সাথে যাত্রী হিসেবে থাকা দুইজন পুরুষ লোক বিহার থেকে এসেছেন গাঁজা পাচারের উদ্দেশ্যে। ফলে মহিলার বক্তব্য শুনে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার শান্তি ত্রিপুরা সহ পুলিশ কর্মীরা টি আর ০৭ ৩৮৮১ নম্বরের অটোর মালিক তথা চালক নিবাস দাসের গাড়িটিতে তল্লাশি চালালে দেখা যায় দুটি ভি আইপি ট্রলিতে অবৈধ গাঁজা রয়েছে। ফলে সাথে সাথে গাড়ির চালক ও যাত্রীদের কলমচৌড়া থানায় নিয়ে আসা হয়। জানা যায়, উদ্ধারকৃত গাঁজার পরিমাণ কুড়ি কেজি। এদিকে ধৃতদের জিজ্ঞেস করলে তারা জানায়, বাবা ঈট ভাট্টায় গত দুই দিন আগে এই দুই জন পুরুষ লোক এসেছেন। আর মহিলাটি এই ভাট্টারই শ্রমিকের কাজ করছেন বলে জানান। এদিকে সূত্রের খবর অনুযায়ী, এই ঈট ভাট্টায় কর্মরত বেশ কিছু শ্রমিক প্রশাসনের চোখে ধূলো দিয়ে গত প্রায় দুই বছর ধরে গোপনে বিহার রাজ্যে গাঁজা পাচারের কাজ থাকছেন। একাংশের দাবি এই গাঁজা পাচার কাজের সাথে পরোক্ষভাবে যুক্ত রয়েছেন ঈট ভাট্টার মালিকগনও। তবে এইদিনের ঘটনার খবর পেয়ে কর্তব্যরত সাংবাদিকরা ঘটনাস্থলে গেলে ভাট্টার একজন মালিক কৃষ্ণ পদ দাস সাংবাদিকদের সাথে অভব্য আচরন করেন এবং ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন।

ইয়াবা ট্যাবলেট সহ আটক ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ মার্চ ।। একদিকে নেশার বাড়বাড়ন্ত, অন্যদিকে পুলিশের সক্রিয় পদক্ষেপ। একের পর এক নেশা জাতীয় দ্রব্য পুলিশের হাতে ধরা পড়ছে এবং নেশা কারবারীরা এনডিপিএস মামলায় কারাগারে যাচ্ছে। তবুও নেশা কারবারীদের বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই পুলিশ এবং শাস্তির ভয়ে।

গোপন সূত্রের ভিত্তিতে আবার বাগবাসা থানার পুলিশের সাফল্য আছে। ঘটনায় জানা যায় বাগবাসা থানার পুলিশের কাছে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে খবর আসে যে আসামের দিক থেকে একটি নাম্বারহীন বলেরো গাড়ি আসছে। সেই

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লোকসভা নির্বাচনে জনগণ কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দেবে

রাজ্যে এসে এমনই জানালেন পশ্চিম আসনের প্রার্থী আশীষ সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ ।। পুষ্পস্তবক দিয়ে লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম ত্রিপুরা আসন থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী তথা কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহাকে স্বাগত জানালেন দলীয় কর্মী সমর্থকরা। আজ আগরতলা এসে পৌঁছেছেন তিনি। এমবিবি বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সহ কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। সেখানে পুষ্পস্তবক দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে গাড়ি করে বাইক রেলির মাধ্যমে নিয়ে আসা হয়।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সভাপতি আশীষ কুমার সাহা বলেন, সাধারন মানুষ আর বিজেপির সঙ্গে নেই। সাধারন মানুষ রাহুল গান্ধীর মতাদর্শে কংগ্রেসের পক্ষেই ভোট দেবেন। এই নির্বাচনে জন সাধারনের সমর্থন নিয়ে কংগ্রেস জয়ী হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০ ◘ সংখ্যা ১৫২ ◘ ১১ মার্চ ২০২৪ ইং◘ ২৭ ফাল্গুন ◘ সোমবার ◘১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সংখ্যালঘুদের সুরক্ষাই বড় প্রশ্ন

সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের জনগণকে নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির টানা হ্যাচরা যেন নিত্যদিনের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভোটব্যাঙ্ক স্ফীত করাই এর মূল উদ্দেশ্য। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারকে হিন্দুত্ববাদী বলিয়া অনেক রাজনৈতিক দল আখ্যায়িত করলেও এই তকমা খারিজ করিবার জন্য বিজেপির প্রচেষ্টার কোন ঘাটতি নাই। সংখ্যালঘু জনগনের কল্যাণ সাধন করিবার মধ্য দিয়াই বিরোধীদের যোগ্য জবাব দেবার চেষ্টা চালাইতেছে কেন্দ্রের বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার। নানা সমীক্ষার মধ্য দিয়া তাহার প্রমাণ মিলিতেছে। নির্বাচনে জয় পরাজয়ের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু ভোট নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করিতেছে বিভিন্ন রাজ্যে। বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করিতে পারিতেছে বিজেপি সহ প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল। সেই কারণেই সংখ্যালঘুদের নিয়া মায়া কান্নার কোন খামতি রাখিতে চাহিতেছে না কোন রাজনৈতিক দল। বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের গত নয় বছরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণ ইহার সুফল ভোগ করিতেছেন। শিক্ষা চাকুরী সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের জন্য বাড়তি সুবিধা প্রদান করিতেছে সরকার।

সংখ্যালঘুদের সুযোগ-সুবিধার দিকে বেশি করিয়া নজর দেওয়া জরুরি। দলমত নির্বিশেষে প্রায় সব সরকারই এরকম মত পোষণ করে। তবে, বর্তমান মোদি সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংখ্যালঘু বিদ্বেষের অভিযোগ ওঠে। কিন্তু বাস্তব পরিসংখ্যানও কি একই কথা বলিতেছে? সম্প্রতি সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের তথ্য দিয়াই সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন এক বিজেপি নেতা। তাহা মোদির আমলে সংখ্যালঘুদের বিকাশের কোন তথ্য তুলিয়া আনিলেন তিনি? সংখ্যালঘুদের প্রতি অবিচার করিতেছে কেন্দ্র। এমন অভিযোগে প্রায় একযোগেই সরব হন বিরোধীরা। তাঁহাদের সব অভিযোগ যে অমূলক, তাহা নয়। তবে, এর পালটা হিসাবে একেবারে অন্য তথ্যও যে আছে, তাই-ই এবার স্পষ্ট করিয়া দিলেন বিজেপি নেতা তথা গেরুয়া শিবিরের সংখ্যালঘু সেলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদিক সুফি এম কে চিস্তি। তাঁহার দাবি, মোদির আমলেই সংখ্যালঘুরা সবথেকে বেশি সুবিধা পাইয়াছে।'প্রায় ৯ বছরের মেয়াদে মোদি সরকারের সঙ্গে সংখ্যালঘুদের রসায়নে অনেকটাই বদল আসিয়াছে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষাও সে ইঙ্গিত দিয়াছিল। বিজেপি মানেই যে সংখ্যালঘু বিদ্বেষী দল, এমন একরৈখিক বিরোধিতার বয়ানকে সন্দেহের মুখে দাঁড় করিয়াছিল এই সমীক্ষা। সিএসডিএস লোকনীতি-র বিশেষ এই সমীক্ষা জানাইয়াছিল, ৪৪ শতাংশ মুসলিম ধর্মাবলম্বী মনে করেন, অর্থনৈতিক অবস্থা মোটের উপর একই রকম আছে। নতুন নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মোদির ভূমিকা নিয়াও সেখানে তারিফ করিয়াছেন মুসলিমরা। এক্ষেত্রেও হিন্দুদের তুলনায় মুসলিমদের তরফে বেশি ভোট পাইয়াছেন মোদি। যেখানে ১১ শতাংশ হিন্দু মোদির পক্ষে, সেখানে মুসলিমদের সমর্থন ১৪ শতাংশ। হিন্দুদের থেকেও বেশি শতাংশ মুসলিমরা মোদিকে সেরা বক্তা হিসাবে মনে করেন। তাঁহাদের মতে মোদির মতো সুবক্তা সারা দেশে আর নাই। মোদির কথার জাদুতে যেমন মুগ্ধ ২৪ শতাংশ হিন্দু, তেমনই মুগ্ধ ২৯ শতাংশ মুসলিম। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের মনের কথাই এখানে উঠিয়া আসিয়াছে। একই ইঙ্গিত করিয়াছেন এই বিজেপি নেতাও। তাঁহারও দাবি, মুসলিমরা তো বটেই, সামগ্রিক ভাবে সংখ্যালঘুরা সবথেকে বেশি উপকৃত হইয়াছেন মোদির জমানাতেই। তথ্য দিয়া তিনি জানাইয়াছেন, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ২০১৪ সালে সরকারি চাকুরে ছিলেন ৪.৫ শতাংশ। সেখানে বর্তমানে সেই হার বাড়িয়া হইয়াছে ১০.৫ শতাংশ। অর্থাৎ সরকারি চাকরিতে সংখ্যালঘুরা যে অনেকটাই অগ্রসর হইয়াছেন, এমনটাই মত নেতার। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, সাধারণ মানুষের জন্য যে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প আনিয়াছে মোদি সরকার, তাহার সুবিধা পাইয়াছেন সংখ্যালঘুরা। উন্নয়নের নিরিখে অন্তত সরকার কোনও রকম ভাগাভাগিকে যে প্রশ্রয় দেয়নি, তাহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন তিনি।

রবিবার পরিষ্কার আকাশ, বেলায় বাড়বে তাপমাত্রা

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি. স.): রবিবার মূলত পরিষ্কার থাকবে আকাশ। দিনের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়বে। তবে সকাল ও সন্ধ্যায় মনোরম আবহাওয়া থাকবে বলে জানা যাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে।

এদিন বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রার পারদ বাড়লেও অস্বস্তি থাকবে না বলেই জানা গেছে। দিনভর পরিষ্কারই থাকবে আকাশ। বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই।

তবে পুবালী হাওয়া ও পশ্চিমী ঝঞ্ঝার সংঘাতে বৃহস্পতিবার রাজ্যে হাওয়া বদল হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে।

রবিবার তৃণমূলের জনগর্জন সভা, কলকাতায় যান নিয়ন্ত্রণ পুলিশের

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি. স.): রবিবার তৃণমূলের ব্রিগেড সমাবেশ উপলক্ষ্যে মহানগরের বেশ কয়েকটি রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে জানা গেছে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের তরফে।

তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে জানা যাচ্ছে, রবিবার কলকাতা, হাওড়া-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মিছিল করে ব্রিগেডমুখী হবেন শাসকদলের কর্মী, সমর্থকরা। প্রশাসনও মনে করছে, এদিন শহরে প্রচুর মানুষের ভিড় হবে। এই পরিস্থিতিতে পুলিশের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ যান চলাচল তথা সার্বিক ট্রাফিক ব্যবস্থা মসৃণ রাখা। এই ভিড়ের মধ্যে সাধারণ মানুষ যাতে নিরাপদে গন্তব্য পৌঁছতে পারেন তার জন্য বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা রাখা। অন্যদিকে, ব্রিগেডমুখী মানুষ যাতে গন্তব্যে পৌঁছতে পারেন সেটা নিশ্চিত করা।

এই পরিস্থিতিতে রবিবার ভোর ৪টে থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে জানা গেছে। শনিবার রাত ১০টার পর থেকেই পণ্যবাহী ভারী গাড়ি চলাচলের উপর বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। জানা গেছে, ব্রিগেড ও তার আশপাশের এলাকাকে ১০টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগের দায়িত্বে থাকবেন একজন করে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার অফিসার। এছাড়াও অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

জানা গেছে, ভিড়ের চাপ ও পরিস্থিতি বুঝে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে এই রাস্তাগুলিতে: আমহার্স্ট স্ট্রিট, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট থেকে বিবেকানন্দ রোড পর্যন্ত বিধান সরণি, কলেজ স্ট্রিট, ব্রেবোর্ন রোড, হেয়ার স্ট্রিট থেকে রাজা উডমান্ট স্ট্রিট পর্যন্ত স্ট্র্যান্ড রোড, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, নিউ ঋজ্জ্ঞ রোড এবং বি কে পাল অ্যাভিনিউ থেকে লালবাজার স্ট্রিট পর্যন্ত রবীন্দ্র সরণি প্রভৃতি।

ডিরোজিও: ঝড়ের কাছে রেখেছিলেন নিজের ঠিকানা

মুহাম্মদ শাহাবুদ্দিন

কুসংস্কারবদ্ধ আমাদের সমাজে ঝড় তুলেছিলেন ডিরোজিও। বাংলার রেনেসাঁর সূচনাপর্বে ডিরোজিও এগোইলেন আধুনিক চিন্তার বিকাশ। তাঁর জন্মের দু'দশক আগে ফরাসি বিপ্লব শুনিয়েছিল সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার কথা। তার ঢেউ এসে লেগেছিল এশিয়ার উপনিবেশের ঘাটে। ডিরোজিও এই ভাবনায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। জন্মসূত্রে ডিরোজিও ছিলেন পর্তুগীজ বংশোদ্ভূত। জন্মেছিলেন ১৮০৯ সালে কলকাতার এন্টালি অঞ্চলে। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি পেয়েছিলেন পাশচাত্য শিক্ষা, যুক্তি প্রত্যয়ের আলো। ডিরোজিও ডেভিড ড্রুমন্ড সাহেবের ধর্মতলা একাডেমি থেকে লেখাপড়া শুরু করেন। এখানে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি থেকে আসা ভারতীয় ইউরেশীয় ইউরোপীয় শিশুদের একসাথে সঙ্গ পেয়েছিলেন। এই মেলামেশা তাঁর মধ্যে যুক্তিবাদী উদার মন তৈরি করেছিল। ডেভিড ড্রুমন্ডের মানবিক শিক্ষা ডিরোজিওকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। শিক্ষা জীবনে পিতা ফ্রান্সিস ডিরোজিওর প্রেরণা তাঁর আধুনিক মন গড়ে তুলতে সাহয্য করেছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষে পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটে যাওয়া সামাজিক বিপ্লব তাঁকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল নতুন সমাজ গড়ার। ড্রুমন্ড ছিলেন যুক্তিবাদী দার্শনিক ইতিহাসবিদ ডেভিড হিউমের মতবাদে অনুপ্রাণিত। ডিরোজিও তাঁর আলোকিত চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁরই শিক্ষকের অনুপ্রেরণায়। রজার বেকন, টমাস পেইন ছিলেন ডিরোজিওর দার্শনিক প্রেরণার উৎস। বিবর্তনবাদী দর্শনের প্রবক্তা পিয়ের মোপার্তু ইয়েরও প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তাঁর প্রবন্ধে। তাঁর অভিনিবেশ ছিল ভারতবর্ষেরও ধ্রুপদী সাহিত্য, প্রাচীন লোককথার উপর। দেশপ্রেম, মানুষের মুক্তি, কিংবদন্তী, ইতিহাস ছিল তাঁরক কাব্যের উপজীব্য। হিন্দু কলেজের প্রথম যুগে হেনরী ডিরোজিও হয়ে উঠেছিলেন জনপ্রিয় এবং বিতর্কিত অধ্যাপক। তাঁর অনুগামীরা পরিচিত হলেন "ইয়ং বেঙ্গল" গোষ্ঠী নামে। সমস্ত রকম পুরনো ধারণার সামাজিক সংস্কার এবং অন্ধ গোঁড়ামির বিরুদ্ধে জাগিয়েছিলেন প্রতিবাদের ঝড়। ডিরোজিও চেয়েছিলেন তাঁর অনুগামীদের মধ্যে গড়ে উঠুক স্বদেশের প্রতি ভালবাসা এবং বিশ্বমুখীন দৃষ্টিভঙ্গী। নিরীশ্বরবাদী মত ও যুক্তিনির্ভরতার পথে তিনি আনতে চেয়েছিলেন নতুন ভাবনা। ডিরোজিওর স্বপ্ন ছিল বস্তুবাদী দৃষ্টির অধিকারী হোক তাঁর প্রজন্ম।

ইয়ং বেঙ্গল বা ইয়ং বেঙ্গল সোসাইটির ঝড় শি উঠেছিল হিন্দু কলেজ থেকে যা আজকের বা প্রেসিডেন্সি কলেজ। এই পীঠস্থানই ছিল এই প্রন আন্দোলনের ঝটিকা কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের অ কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা ছিল সেই মানুষটার ঠিকানা, ডি যিনি হলেন হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। ছি ডিরোজিওর সঙ্গে আদর্শগত বিরোধ বাধে হিন্দু সন কলেজের তৎকালীন রক্ষণশীল পরিচালকদের সঙ্গে। রাধাকান্ত দেব, রসময় দত্ত, প্রসন্নকুমার রা ঠাকুর প্রমুখ সমাজপতিরা ছিলেন হিন্দু সন কলেজের পরিচালনায় সংখ্যাগুরু। সমাজে সন এইসব নতুন প্রভাব রুখতে তাঁরা তু ডিরোজিওকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। মল এইচ এইচ উইলসন, ডেভিড হেয়ার অ সাহেবের মতো উদারনৈতিক শিক্ষাবিদরা অ ডিরোজিওর পাশে দাঁড়ান। সে চেষ্টা বিফল সন হয়। কতকগুলি ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে প্র তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। সমাজ সংস্কারের জন্য ডিরোজিও পাশে পেয়েছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধওায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের মতো মুক্তমনা ছাত্রদের। রামতনু লাহিড়ী ছিলেন তাঁর ভাবশিষ্য। শিক্ষায় নতুন চিন্তা প্রতিষ্ঠা করতে তাঁদের নিয়ে গড়েছিলেন একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের মতো সংগঠন। ডিরোজিওর সাহিত্যচর্চার শুরু হিন্দু কলেজে শিক্ষকতার আগে ভাগলপুরের চাকরি জীবনে। সেখান থেকে জন গ্রান্টের 'ইন্ডিয়া গেজেট' পত্রিকার পাতায় মিয়মিত নিবন্ধ লিখে চাঁর বলিষ্ঠ মত প্রকাশ করতেন। ১৮২৬ থেকে ১৮৩১ সাল, জীবনের এই শেষ পাঁচ বছরে সমাজ পরিবর্তনের বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াস গড়ে উঠেছিল শিক্ষা-সংস্কৃতি নিয়ে। সাংবাদিকতা ছিল তাঁর মত প্রকাশের বড় হাতিয়ার তাঁর অনুগামী ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী ডিরোজিয়ান নামেও পরিচিত ছিলেন। ডিরোজিওওর সমসাময়িক কালে ভারতে আধুনিক চিন্তার প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সমাজ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। মহামারীর মতো ব্যাপ্ত হয়ে থাকা এই অপপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনকে ডিরোজিও সমর্থন করেছিলেন। সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন চালু হওয়াকে তিনি বলেছিলেন মানবমুক্তির ম্যাগনাকাটা। সাময়িক পত্রগুলির পাতায় ভরে থাকতো তাঁর আদর্শের মুক্তকণ্ঠ। চেয়েছিলেন এদেশের মানুষের অন্ধবিশ্বাস দূর করতে। চেয়েছিলেন পুরনো চিন্তার বেড়া ভেঙ্গে মানুষ নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হোক। চিন্তায় মননে এদেশের মানুষের মধ্যে তিনি দ্রোহ চেতনার বীজ বুনেছিলেন। মানুষের কাছে চেয়েছিলেন ধর্মান্ধতার আগল ভেঙ্গে এক সাহসী পদক্ষেপ।

১৮২৭ সালে প্রকাশিত পোয়েমস এবং দ্য ফকির অফ জঙঘীরা কাব্যগ্রন্থে ডিরোজিওর আবেগ ও রোমান্টিক কবিমন ছড়িয়ে আছে। আত্মপোলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কবিতায়। লেখনীতে ফুটে উঠেছে ভারত প্রেম, মনুষ্যত্বের কথা এবং অমানবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ভাগলপুরের কর্মজীবনে ডিরোজিও মাটি অরণ্যের কাছাকাছি মানুষের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। ডিরোজিওর জীবনীকার টমাস এডওয়ার্ড এবং ইলিয়ট ওয়াল্টার ম্যাজএর লেখা থেকে জানা যায়, ভাগলপুরের নদীতীরের প্রকৃতি ও মানুষের সরলতার মধ্যে ডিরোজিও মিশে গিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের জীবনযাপন, তাদের দিনান্তের ক্লান্তি উন্মুক্ত আকাশ, দিগন্ত ছড়ানো শস্যক্ষেত, পাখির কলতান সবমিলে কবির মনে এক অদ্ভুত রোমান্টিকতা এক মুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন জাগিয়েছিল। এর মধ্যে দেখেছিলেন তাদের দুঃখকষ্টের জীবনাকে। এদেশের মানুষের নিপীড়িত জীবন তাঁকে গভীরভাবে আংলোড়িত করেছিল। নদীতীরে অরণ্যের গভীরে দেখা পেয়েছিলেন এক সংসারত্যাগী ফকিরকে। তাঁকে দেখেই ডিরোজিও লিখেছিলেন 'দ্য ফকির অফ জঙ্ঘিরা' কাব্যগ্রন্থ। ফকিরের জীবনকে নিয়ে কে গভীর দার্শনিক উপলব্ধি, এক রূপকথাময় রোমান্টিকতা আভাসিত হয়েছে এই সুদীর্ঘ কবিতায়। কলকাতায় দেখা নিষ্ঠুর দাস ব্যবসার ছবি ফুটেছে তাঁর "ক্রীতদাসের মুক্তি" কবিতায়। ডিরোজিওর সমাজসচেতন মন দাস জীবনের কষ্ট সম্পর্কে সংবেদনশীল ছিলেন। ভাগলপুরের কর্মজীবন দেখেছিলেন নীল চাষে নিযুক্ত শ্রমিকরা ক্রীতদাসের মতো শ্রম নিংড়ে দিত। মানুষের অভিশপ্ত জীবনের এই অভিজ্ঞতা তাঁর সামনে তুলে ধরেছিল এ দেশের মানুষের শোষিত জীবনকে। ডিরোজিও বেশির ভাগ প্রবন্ধ লিখেছেন দর্শন, সমাজচিন্তা এবং শিক্ষা নিয়ে। মাই নেটিভ ল্যান্ড, দ্য হার্প অফ ইন্ডিয়া, ফ্রিডম অফ দি স্লেভস, ইন্ডিপেন্ডেন্স প্রবন্ধগুলি তাঁর যুক্তি, নন ও দার্শনিকতার পরিচয়বাহী। এদেশকে, এদেশের মানুষকে ভালবেসেছিলেন, একাত্ম করে নিয়েছিলেন, তারই পরিচয় মেনে প্রবন্ধের ভাবনায়।

ডিরোজিওর জীবন আলোচনায় এসে পড়ে অষ্টাদশ শতকের শেষে ভারত উপমহাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট। তাতে সামাজিক অবস্থার এক পট পরিবর্তনের আভাস মেলে। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য বাংলার কৃষক এক ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন হয়। নতুন জমিদার শ্রেণির পাশাপাশি নতুন দাস শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল। দরিদ্র কৃষকের জীবনে নেমে এসেছিল শোষণের নতুন আঘাত। এই সময়ক্ষণে কৃষকের মর্মবেদনা ডিরোজিওর বিবেকের দরজায় আঘাত করেছিল। পিছিয়ে পড়া মানুষের মুক্তির আকুতি তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল ইয়ং বেঙ্গল সোসাইটি গড়ে তুলতে। একটা প্রথা, দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা একটা সামাজিক ধারণা পাল্টাতে গেলে আর একটা ধারণা গড়ে তুলতে হয়। সঠিক পথ ও সংসগঠিত আন্দোলনেই তা সম্ভব। ডিরোজিওর আধুনিক ভাবনা, সুশিক্ষিত পদক্ষেপ যেমন উন্নত সমাজের দিশা দেখিয়েছিল, তেমনই অন্য সমস্যাও সংযুক্ত হয়েছিল। বাংলার এই নব্যবঙ্গীয় ধারা অনেক ক্ষেত্রেই ডিরোজিওর ভাবনার সাথে সমান্তরাল ভাবে চলতে পারেনি। প্রথা ভাঙতে গিয়ে আধুনিকতার অতি উৎসাহ তাদের ব্যবহারে কখনও এনে দিয়েছিল উচ্ছৃঙ্খলতা। আধুনিকতা মানেই সনাতন ধর্মীদের অবমাননা, তাদের এই আচরণ থেকে বিরত করতে ডিরোজিও তাদের সঠিক পথে আনতে চেয়েছিলেন।

জীর্ণ পুরাতনকে ভাসিয়ে দিতে সমাজের বদ্ধ আগল ভেঙে ডিরোজিও এনেছিলেন আধুনিকতার স্রোত। জীবনে তিনি সময় পেয়েছিলেন খুব অল্প। অথচ নতুন কিছু সৃষ্টির কাজে কি দুরন্ত গতি ছিল তাঁর। নবজাগরণের এই অগ্রদূতের জীবনাবসান ঘটে মাত্র ২২ বছর বয়সে, ২৬ ডিসেম্বর ১৮৩১ সালে। সামাজিক আন্দোলনের সাথে ডিরোজিও চেয়েছিলেন এক যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক মনন। তাঁর ধারণা ছিল এই প্রচেষ্টাই সামাজিক আন্দোলনের ভিত তৈরি করবে। বাংলার নবজাগরণের প্রথম পর্বে এই অধ্যাপক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে দাঁড়িয়ে যে নতুন যুগের মশাল জ্বালিয়েছিলেন, তাতে আলোকিত হয়েছে পরের প্রজন্ম। তাঁকে বলা হয় ঝড়ের পাখি। ঝড়ের পাখি সমুদ্র পেরিয়ে উড়ে আসে কোন ঝড়ের ঠিকানা থেকে। বার্তা বহন করে আনে আর এক ঝড়ের আভাসের। হেনরী ডিরোজিও তেমনি এসেছিলেন ঝড়ের মতো তমসাবৃত আলোকরেখার আভাস হয়ে। সমাজে আলোকরেখার আভাস হয়ে। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

> হিন্দু কলেজের প্রথম যুগে হেনরী ডিরোজিও হয়ে উঠেছিলেন জনপ্রিয় এবং বিতর্কিত অধ্যাপক। তাঁর অনুগামীরা পরিচিত হলেন "ইয়ং বেঙ্গল" গোষ্ঠী নামে। সমস্ত রকম পুরনো ধারণার সামাজিক সংস্কার এবং অন্ধ গোঁড়ামির বিরুদ্ধে জাগিয়েছিলেন প্রতিবাদের ঝড়। ডিরোজিও চেয়েছিলেন তাঁর অনুগামীদের মধ্যে গড়ে উঠুক স্বদেশের প্রতি ভালবাসা এবং বিশ্বমুখীন দৃষ্টিভঙ্গী।

পঞ্চম থেকে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার পথে কী ভাবে হাঁটব

বিশেষ প্রতিবেদন।। বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি হয়েও কিন্তু আমরা উন্নয়নের নিরিখে নিম্ন মধ্যবিত্ত। আর এটাই আসলে উন্নয়ন বিতর্কের মূল প্রশ্ন, যার উত্তর ভারতের ব্যক্তি আয়ের শীর্ষে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের জীবনের গল্পে লুকিয়ে নেই। এর উত্তর আসলে লুকিয়ে রয়েছে দেশের সাধারণ নাগরিকের দৈনন্দিন বেঁচে থাকার লড়াইয়ের মধ্যেই।

লুকিয়ে রয়েছে তাঁদের জীবনের আর্থিক সুরক্ষার সংস্থান নিয়ে দুশ্চিন্তা এবং রাষ্ট্রের সেই দুশ্চিন্তা দূর করার অপারগতার মধ্যেও। বিশ্বের চোখে আমাদের এই পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি শুধু এখন নয়, আগামী কয়েক দশকের জন্য আর্থিক অসাম্য লালনের অন্যতম আঁতুড়ঘর হিসাবেই কিন্তু চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

আমাদের থেকে জাতীয় উৎপাদনের অঙ্কে অনেক পিছিয়ে থাকা দেশ ডেনমার্কের উদাহরণ নেওয়া যাক। ইউরোপের যে কোনও দেশের কথা উঠলেই কিন্তু সে দেশ আমাদের থেকে উন্নত হবেই, মনে মনে তা আমরা ধরে নিই কোনও তথ্য না-দেখেই। ডেনমার্কের নাম পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি সে রকমই মনে হয়, তা হলে কিন্তু দোষেরও কিছু নেই। কারণ, আপনার সহজাত বোধের সঙ্গে তথ্যও হাত মিলিয়ে হাঁটছে। তা হলে ডেনমার্কের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম কেন? এই প্রশ্নের উত্তর একটাই। আপাত এগিয়ে থাকার তথ্য আর বাস্তবের মধ্যে ফারাককে ঝালিয়ে নেওয়ার জন্যই।

ভারত যখন বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি হিসাবে স্বীকৃত, তখন ডেনমার্ক জাতীয় উৎপাদনের ক্রমপর্যায়ের সারণিতে ভারতের তুলনায় অনেক নীচে, ৩৮তম স্থানে। কিন্তু মাথাপিছু আয়ের নিরিখে ভারতে যখন বিশ্বের অর্থনীতির সারণিতে ১৩৯তম স্থানে, ডেনমার্ক তখন একই সারণিতে নয় নম্বর স্থানে জ্বলজ্বল করছে উন্নত দেশের তকমা নিয়ে। আমরা আসলে বাজারের নিরিখে বহরে বড় বলে যতই বড়াই করি না কেন, সেই বহরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সাধারণ নাগরিকের জীবনধারা তুলনামূলক ভাবে বদলাতে পারিনি বলেই আমরা উন্নয়নশীল থেকেই গিয়েছি। পাশাপাশি, বহরে অনেক ছোট হওয়া সত্ত্বেও ডেনমার্ক উন্নত দুনিয়ার পাকাপাকি তকমা নিয়ে অবস্থান করছে।

আর করবে না-ই বা কেন? প্রায় ১৪০ কোটির দেশ ভারতে ২০২২-২৩ সালে আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছেন মাত্র সাত কোটি ৪০ লক্ষ নাগরিক। এঁদের মধ্যে রাজকোষে নানান ছাড়ের সুবিধা নিয়ে পাঁচ কোটি ১৬ লক্ষ বা আয়কর রিটার্ন জমা দিয়ে কর দিতে হয়নি ৭০ শতাংশ আয়কর দাতার! তবে পরোক্ষ করের কল্যাণে কিন্তু আয়ের পিরামিডের একদম নীচে থাকা নাগরিককেও পরোক্ষ কর দিতে হয় বাজারে পা দিলেই কোনও বা কোনও ভাবে! এমনকি, চিকিৎসার জন্যও। অনেকেই এঁকে রাজদণ্ডকে মুগুরের মতো ব্যবহারের তুলনা করতে পারেন। কিন্তু সে তুলনা কতটা সঠিক অথবা আদৌ বেঠিক কি না, সে আলোচনার পরিসর অন্য।

ফেরা যাক ডেনমার্কের সঙ্গে তুলনায়। ভারতের থেকে জাতীয় উতাদনের সারণিতে ৩৪ ধাপ পিছিয়ে থাকা দেশটিতে কিন্তু প্রতিটি প্রবীণ নাগরিকই অবসরভাতা পাওয়ার অধিকারী। সেই অধিকারের স্তর ভেদ আছে। আয়ের সঙ্গে অবসরভাতার একটা আনুপাতিক অঙ্ক কাজ করে। কিন্তু অন্য কোনও আয় না-থাকলে এক জন নাগরিক ভারতীয় মুদ্রায় ১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা মাসে অবসরভাতা পাবেনই। অন্য দিকে, ভারতে প্রবীণ নাগরিকদের মাত্র ৩০ শতাংশ কোনও না কোনও ভাবে অবসরভাতা পেয়ে থাকেন। আর সেই ভাতার গড় হল ১০ হাজার টাকা!

জাতীয় উৎপাদনের নিরিখে ৩৮তম স্থানে থাকা দেশটির প্রতিটি প্রবীণ নাগরিক শুধু কোনও না কোনও অবসরভাতা প্রকল্পের সদস্য তাই নয়, রাষ্ট্রের দায় থাকে নাগরিকদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা। প্রত্যেক নাগরিকের সরকারি অবসরভাতা পাওয়ার অধিকার আছে অন্য সূত্রে অবসরভাতা পেলেও। এবং তা প্রতি মাসে প্রায় ১০ হাজার ৫০০ ডানিশ ক্রোনার বা ভারতীয় মুদ্রায় ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৮৮৪ টাকার মতো। এই ভাতা কমতে পারে অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণের অন্য সূত্রে পাওয়া ভাতার উপর। ডেনমার্কের আর্থিক ব্যবস্থায় এক জন নাগরিক তার অবসরের জন্য নিজের অবসরভাতার জন্য কোনও প্রকল্পে সঞ্চয় করতে পারেন সরকারের কাছ থেকে অবসরভাতা পেতে পারেন যে সংস্থায় তিনি কর্মরত সেই সংস্থার কোনও অবসরভাতা প্রকল্প থাকলে তার সুযোগ নিতে পারেন এ রকম নয় যে, এর যে কোনও একটির উপর তাঁকে নির্ভর করতে হবে। অবসরের পরে এই তিনটি সূত্র থেকেই একসঙ্গে আয়ের অধিকার তাঁর রয়েছে। বিশ্বের আর্থিক বলে ৩৮তম স্থানে থাকা দেশটি কিন্তু তাঁর নাগরিকদের জন্য বিস্তৃত সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছে যা আর্থিক বলে পঞ্চম স্থানে থাকা আমাদের দেশে এখনও দুষ্প্রাপ্য। ডেনমার্কের প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্যবিমা ও চিকিৎসার দায় রাষ্ট্রের। মাতৃত্বকালীন বিশেষ পারিবারিক ভাতা, সন্তান পালনের জন্য বিশেষ ভাতা, বেকার ভাতা এবং আরও অনেক কিছুও।

অনেকেই বলবেন, ডেনমার্কের মতো ছোট দেশে নাগরিকের জন্য যা করা সম্ভব, শত কোটির উপর নাগরিকের জন্য তা করতে গেলে যে পরিমাণ আর্থিক জোর থাকা দরকার ভারতের রাজকোষের তা নেই। আর সমস্যাটা সেখানেই। বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে ওঠা যে শ্লাঘা তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। কিন্তু আমরা যদি তাতেই মজে থাকি, তা হলে তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার সুযোগ তৈরি হয় বৈকি। একটা যুক্তি সাধারণ ভাবে আলোচনায় বা নানান বিতর্কে শোনা যায় আগে দেশ "বড়লোক" হোক, তার পরেই তো দেশ নাগরিকের কথা ভাববে! এই যুক্তির উল্টো দিকের যুক্তিটায় কিন্তু ধার অনেক বেশি বলে মানেন অনেকে। তা হল রাষ্ট্রকে নাগরিকের সমষ্টি হিসাবে ভাবা। আর ব্যক্তি নাগরিকের মঙ্গল করে রাষ্ট্রের উন্নয়ন করা। আজকাল একটি চিকিৎসা বিমার বিজ্ঞাপন খুব চলছে। ওই বিজ্ঞাপনে দেখা যায় যে, রোগী চিকিৎসার মাঝপথেই হাসপাতাল থেকে পালাচ্ছে কারণ, তাঁর পক্ষে চিকিৎসার খরচ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, অবশ্যই বিমা নেই তাই। বিমা থাকলে কিন্তু এটা হত না। তাই চিকিতা বিমা কিনুন।

চিকিৎসা বিমা নিশ্চয়ই কেনা উচিত। কিন্তু এ বার ভাবুন, এই বিমার প্রিমিয়ামের পরিমাণ। বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিকদের যে টাকা প্রিমিয়াম দিতে হয়, তাতে অনেকেই কম বয়সে বিমা কিনলেও, যে বয়সে গিয়ে এই বিমার প্রয়োজন সেই বয়সে গিয়ে আর ওই বিমার খরচ চালানোর আর্থিক ক্ষমতা থাকে না। আর এই বয়সে আমাদের দেশে কিন্তু রাষ্ট্রও পাশে থাকে না চিকিতার সুব্যবস্থা করতে। ঠিক একই ভাবে যদি আমরা স্বাস্থ্য বা শিক্ষার মতো সামাজিক সুরক্ষার প্রধান কয়েকটি স্তম্ভ দেখি, তা হলে নিজেদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা দিয়েই তার অভাবের উপর সিলমোহর দিতে হাত কাঁপবে না। আসলে সমস্যাটা ঠিক এখানেই। আমরা এই ১৩০ কোটির দেশের নাগরিক কি জাতীয় উতাদনের নিরিখে পঞ্চম বৃহত্তম থেকে তৃতীয় বা প্রথম হওয়া সত্ত্বেও উন্নয়নশীলের তকমা নিয়ে ঘুরব, না কি ব্যক্তি নাগরিকের সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধির পথে হেঁটে প্রথম হওয়ার লড়াই জিতব? প্রথম পথে হাঁটলে যে সাধারণ নাগরিকের উন্নয়ন হবেই তার কোনও গ্যারান্টি নেই। যেমন আমেরিকা। যেখানে সরকারি তথ্যই বলছে আর্থিক বৈষম্য ক্রমবর্ধমান। তাই দেশের আয় বাড়লেই যে সাধারণ নাগরিকের উন্নয়ন হবে তা নয়। তা নির্ভর করবে রাজকোষ নীতির উপর। রাজকোষ বৃদ্ধির ফলে সেই রাজস্ব সাধারণের স্বার্থে কী ভাবে বণ্টন করা হচ্ছে তার উপর। আর উল্টো দিকে নাগরিকের আর্থসামাজিক উন্নয়নের উপর জোর দিয়ে বৃদ্ধির নীতি যে হেতু প্রথম থেকেই বৈষম্য দূর করে দেশের বৃদ্ধির পথ খোঁজে, তাই এই পথে সুষম উন্নয়ন শুধু সময়ের অপেক্ষা। তাই এ বার বোধহয় সময় এসেছে পঞ্চম থেকে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার পথে কী ভাবে হাঁটব, নাগরিকের স্বার্থে, না শুধুই দেশ হিসাবে আরও বড় আর্থিক শক্তি হয়ে ওঠার নেশায়, সেই ভাবনায় নিজেদের নিয়োগ করার।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিজিবি-বিএসএফ সম্মেলন: সীমান্ত হত্যা শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনার অঙ্গীকার

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ১০।। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এবং ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) মধ্যে মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন শেষ হয়েছে। ঢাকার বিজিবি সদর দপ্তরে ৫ মার্চ শুরু হওয়া সীমান্ত সম্মেলনটি জয়েন্ট রেকর্ড অব ডিসকাশন (জেআরডি) দলিল সইয়ের মধ্য দিয়ে আজ শনিবার (৯ মার্চ) শেষ হয়েছে। পরে এক সংবাদ সম্মেলনে যৌথ বিবৃতি পাঠ করা হয়। এতে বলা হয়, বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বিবেচনায় রেখে সীমান্ত হত্যা শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিএসএফ মহাপরিচালক শ্রী নীতিন আগরওয়ালের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

একটি মৌলিক উদ্বেগের পাশাপাশি চোরাচালান, মানবপাচার, অসাবধানতাবশত সীমান্ত অতিক্রম ও যেকোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের পাশাপাশি নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ, সীমান্ত হাট বৃদ্ধি, আটকে থাকা আইসিপি/এলসিপি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সমাপ্তকরণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের সময়াবদ্ধ সম্মতি প্রদানের বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন বিজিবি মহাপরিচালক। গত ২২ জানুয়ারি সিপাহী মো. রইসউদ্দিনের মর্মান্তিক মৃত্যুতে বিএসএফ মহাপরিচালক আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেন। সীমান্তে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে বিএসএফ ও বিজিবির সমন্বিত প্রচেষ্টায় সন্তোষ প্রকাশ করে উভয়েই সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (সিবিএমপি) কার্যকর বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

উভয় পক্ষ যৌথ টহল, নজরদারি, জনসচেতনতা কার্যক্রম জোরদার, যথাযথ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ, আন্তর্জাতিক সীমান্তের (আইবি) পবিত্রতা সম্পর্কে সীমান্তের জনগণকে শিক্ষিত করা এবং অপরাধী বা বাসিন্দাদের আইবি অতিক্রম করা এবং সঠিক সময়ে তথ্য আদান-প্রদান করে নেওয়ার মাধ্যমে নিরস্ত্র বাংলাদেশি নাগরিকদের হত্যা বা আহত শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে সম্মত হয়েছে। উভয় পক্ষ আইবি লঙ্ঘন বা অবৈধ অতিক্রম বা অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, মানব পাচার, সীমান্ত স্তম্ভ উপড়ে ফেলা এবং অন্যান্য আন্তঃসীমান্ত অপরাধ থেকে বিরত থাকার জন্য সীমান্তের জনগণকে সংবেদনশীল রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সম্মত হয়েছে। সার্বিকভাবে সীমান্তের কাঙ্ক্ষিত পবিত্রতা রক্ষার আশ্বাস দিয়েছে দু”পক্ষই।

প্রতিনিধি দলের উভয় নেতা আন্তঃসীমান্ত বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বিষয়ে তাদের বিদ্যমান ”জিরো টলারেন্স” নীতির কথা পুনর্ব্যক্ত করেন এবং তাৎক্ষণিক তথ্যের মাধ্যমে আন্তঃসীমান্ত চলাচল রোধে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণে সম্মত হন। চলতি বছরের ২২ জানুয়ারি যশোর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত বিজিবি সদস্য সিপাহী মো. রইসউদ্দিনের মৃত্যুতে বিএসএফ মহাপরিচালক গভীর শোক প্রকাশ করেন। তবে সিপাহী রইসউদ্দিনের মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বিএসএফের ডিজি নীতিন আগরওয়াল সরাসরি কোনো উত্তর দেননি। সিপাহী রইসউদ্দিনের মৃত্যুর বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী বলেন, এটি মূলত পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড নয়। উভয়পক্ষের অস্পষ্টতা, কুয়াশা ও বিভ্রান্তির মধ্যে এটি ঘটেছে। ভবিষ্যতে উভয় পক্ষ থেকে ইউনিফর্ম বিজিবি ও বিএসএফ সদস্য বা বাংলাদেশ ও ভারত উভয় বেসামরিক নাগরিকের উপর যেকোনো হত্যা এড়াতে সমস্ত প্রচেষ্টা থাকবে।

বিএসএফ মহাপরিচালক শ্রী নিতিন আগরওয়াল বিএসএফ ডিজি পর্যায়ের সীমান্ত সম্মেলনে ৯ সদস্যের ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন এবং ১৬ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিক।

ফের শাহজাহানের ৪ দিনের সিবিআই হেফাজত

উ ২৪পরগনা, ১০ মার্চ (হি.স) : রবিবার শেখ শাহজাহানের হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় ফের তাঁকে বসিরহাট আদালতে তোলা হয়। সকালেই সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানকে নিয়ে বসিরহাট পৌঁছে যায় সিবিআইয়ের টিম। ফের তাঁকে আদালতে তোল হলে বিচারক শেখ শাহজাহানকে ৪ দিন সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ দেন। এদিন শাহজাহান মামলার শুনানি হয় বন্ধ এজলাসে। সংবাদ মাধ্যমকে আটকে দেওয়া হয় কোর্টরুমের বাইরে। আদালত সূত্রে খবর, শেখ শাহজাহানের আইনজীবী তাঁর জামিনের আবেদন করেন বিচারকের কাছে। পাল্টা নিজেদের হেফাজতে তাঁকে পেতে চান গোয়েন্দারা।

এদিন শুনানির সময় শাহজাহানের আইনজীবীর তাঁর জামিনের আবেদন করেন বিচারকের কাছে। অপরদিকে, সিবিআই-এর আইনজীবী জানান, শাহজাহানের মোবাইল ফোন দু'টি এখনও মেলেনি, তদন্তের স্বার্থে প্রমাণ জোগাড় করা প্রয়োজন। এরপরই বিচারকের কাছে শাহজাহানের চারদিনের হেফাজত প্রার্থনা করেন এজেন্সির আইনজীবী। সেই আবেদন মঞ্জুর করেন বিচারক।

ব্রিগেডের সভা থেকে বিজেপিকে বিসর্জনের ডাক দিলেন মমতা

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি.স): ১৯ এর বিধানসভা নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি চান না মমতা। তাই রবিবার ব্রিগেডের জন গর্জন সভা থেকেই রাজ্যবাসীকে ৪২ এ ৪২ এর আবেদন জানালেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশপাশি বিজেপিকে বিসর্জনের ডাক দিলেন। এদিন কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদ, বিরোধীদের 'বিসর্জনে'র ডাক দিয়ে লোকসভা ভোটের সূচনা করলেন মমতা। তিনি বলেন, ''১৪ লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল একটা বড় অংশের সাংসদ নিয়ে গিয়েছিল। তাই সেবার রাজ্যের জন্য অনেক কিছু করেছে। কিন্তু উনিশের লোকসভা তে অর্ধেক আসন চলে যায় বিজেপির ঝুলিতে। তাই সরকার প্রকল্পের টাকা বন্ধ। বাংলার ক্ষতি হচ্ছে। তাই ৪২ আসনে তৃণমূলের প্রার্থীদের জয় যুক্ত করে হাত শক্ত করুন। গোটা দেশকে তৃণমূল পথ দেখাবে। বাংলায় তৃণমূল একা লড়বে।''অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম সারথী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''এবার ভোট জেতা-জেতানোর ভোট নয়, প্রতিবাদের ভোট, প্রতিশোধের ভোট, প্রতিরোধের ভোট। মনে রাখবেন কেন্দ্রে যে-ই ক্ষমতায় আসুক, বাংলা থেকে তৃণমূলের প্রতিনিধিদের জেতান।''

ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে নাম না করে বিচারপতি গাঙ্গুলিকে নিশানা মমতার

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি.স): ব্রিগেডের মঞ্চ থেকেও নিশানায় সেই বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। রবিবার নাম না করেই ফের একবার তাঁর বিরুদ্ধে শুর চড়ালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তোপ দেগে বলেন, '''' বিচারব্যবস্থার কাছে হাতজোর করছি। মানুষ আপনাদের কাছে বিচারের জন্য যায়। কোনও দলের হয়ে কাজ করবেন না।''''

আসলে বিজেপি দলে যোগ দেওয়ার আগে একের পর এক নজির বিহীন রায় দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তার জেরে অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছিল রাজ্যের সরকারকে। শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতির এক প্রকার মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন। আর তারপর থেকে রাজ্যের মানুষের কাছে ভগবানের দরজা পেয়েছিলেন তিনি। এমনকি রাজ্যের একাংশ তাঁর এই নির্ভীক আচরনের পর তাঁকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেও গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন। সেটাই হয়তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলের কাছে ভয়ের বিষয়। তাই বিচারপতিকে পদে পদে স্মরণ করছে তৃণমূল। এমনটাই মত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশের। যদিও অভিজিৎ বাবু কোথায় প্রার্থী হবেন জানা যায়নি। জল্পনা তমলুক থেকে তাঁকে প্রার্থী করতে পারে বিজেপি। সেই আসনে তৃণমূলের হয়ে লড়াই করবেন দেবাংশু ভট্টাচার্য।

শুভেন্দু গড় তমলুক আসন থেকে তৃণমূলের প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি. স.) : লোকসভা নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুরের শুভেন্দুর গড় তমলুক থেকে প্রার্থী হলেন দেবাংশু ভট্টাচার্য। শোনা যাচ্ছে, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বিপক্ষে ভোটযুদ্ধে লড়তে পারেন।

তৃণমূলের রাজ্য আইটি সেলের সভাপতি দেবাংশু ভট্টাচার্য। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে আইটি ও সোশ্যাল মিডিয়া সেলকে ঢেলে সাজিয়েছেন তিনি। বিরোধীদের সঙ্গে তাঁর জোর টক্কর চলে সোশাল মিডিয়াতেও। সেই দেবাংশুই এবার লোকসভার মতো হাইভোল্টেজ নির্বাচনে তৃণমূলের মুখ।

কোচ হিসেবে শেন ওয়াটসন আছেন পাকিস্তানের পছন্দের তালিকার শীর্ষে

ইসলামাবাদ, ১০ মার্চ (হি.স.) : পাকিস্তান জাতীয় দলের কোচের পদটি আপাতত ফাঁকা। অথচ পরের মাসেই অর্থাৎ এপ্রিলে সাদা বলের সিরিজ খেলতে নিউজিল্যান্ড আসছে পাকিস্তানে। আর এই গুরুত্বপূর্ণ সিরিজের আগে নতুন কোচ নিয়োগ করতে চলেছে পাকিস্তান। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে গ্র্যান্ট ব্র্যাডবার্ন কোচের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর থেকেই পাকিস্তান দলের কোচের পথ ফাঁকা। চলছে নতুন কোচ খোঁজার কাজ। এই মুহূর্তে পাকিস্তান পরবর্তী কোচ হিসেবে পছন্দ করছে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অলরাউন্ডার শেন ওয়াটসনকে। তিনি এখন পিএসএলে কোয়েটা গ্লাডিয়েটর্সের কোচের দায়িত্ব পালন করছেন। এপ্রিলে নিউজিল্যান্ড সিরিজের আগেই ওয়াটসনের সঙ্গে চুক্তি নিশ্চিত করতে চায় পিসিবি। উল্লেখ্য, ব্র্যাডবার্নের বিদায়ের পর অন্তর্বর্তী কোচের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অলরাউন্ডার মোহাম্মদ হাফিজ।

জল্পনা সত্যি করে হুগলি থেকে তৃণমূল প্রার্থী রচনা

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি. স.): মিলে গেল জল্পনা। হুগলি থেকে তৃণমূলের প্রার্থী হলেন অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেশ কিছুদিন ধরেই বঙ্গ রাজনীতির অলিন্দে ঘুরছিল হুগলিতে অভিনেত্রী বনাম অভিনেত্রীর লড়াইয়ের জল্পনা। বিজেপি হুগলি থেকে প্রার্থী করেছে অভিনেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়কে। প্রশ্ন ঘুরছিল, তাহলে তৃণমূল কাকে প্রার্থী করতে চলেছে সেখান থেকে? সম্প্রতি রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিদি নম্বর ওয়ান অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই দিন থেকেই রাজনীতির অলিন্দে জল্পনা বাড়ছিল রচনার রাজনীতিতে হাতেখড়ি নিয়ে। সব জল্পনা সত্যি করে সিলমোহর পড়লো তাতেই।

মাসিক ভাতা সহ একাধিক দাবিতে মৃৎশিল্পীদের আলোচনা সভা

মালদা, ১০ মার্চ (হি.স): মাসিকভাতা সহ একাধিক দাবিতে রবিবার মৃৎশিল্পী সংগঠনের তরফে আলোচনা সভা হলো মালদার মানিকচক ব্লকের মথুরাপুর বিএসএস মাঠ সংলগ্ন এলাকায় ।মাসিক ভাতার পাশাপাশি মাটির সুবিধা করে দেওয়া, কারখানা তৈরী,মৃৎ শিল্পের অনুসঙ্গিক সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবি নিয়ে মৃৎশিল্পীদের আলোচনা সভা হয়। মানিকচক মৃৎশিল্পী সংগঠনের প্রায় ৫০ জন নেতৃত্ব ও সদস্যদের উপস্থিতিতে এই আলোচনা সভা হয়।

এই আলোচনা সভায় উপস্থিত হয়ে মানিকচক ব্লক মৃৎশিল্পী সংগঠনের সভাপতি ফুলকুমার মন্ডল বলেন, আমরা বছরে ছয় মাস মাত্র কাজ পাই।

ছয়মাস কর্মহীন থাকায় সংসার চালাতে হিমশিম অবস্থা হয় আমাদের। তাই আমরা মূলত মাসিক ভাতার দাবিতে এই আলোচনা সভা করছি। আমরা একত্রিত হয়ে আলোচনার মাধ্যমে মানিকচক ব্লক বিডিওকে বিষয়টি লিখিত আকারে জানাবো। আমরা গত বছরও বিডিওকে লিখিত আকারে জানিয়েছি। আমাদের এই সংগঠনের প্রায় দেড়শো জন সদস্য রয়েছে।

ভারত মুক্তি মোর্চার ও সমস্ত শাখা সংগঠনের রাজ্যস্তরের মহাসমাবেশ

মালদা, ১০ মার্চ (হি.স.): ভারত মুক্তি মোর্চার এবং সমস্ত শাখা সংগঠনের রাজ্যস্তরীয় মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ী মহানন্দা কলোনি ফুটবল ময়দানে। রবিবার দুপুর ১২ টা নাগাদ বিশাল সংখ্যক কর্মীদের নিয়ে একটি মিছিল বের করা হয়। এই মিছিলটি ইংরেজবাজার এলাকা থেকে শুরু হয় এবং পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ী মহানন্দা কলোনি ফুটবল মাঠে শেষ হয়।

এদিন মূলত ১১টি বিষয় নিয়ে তাদের এই সমাবেশের আলোচ্য বিষয় ছিল। এদিন এই মিছিলে পায়ে পা মেলান সমাবেশের উদ্বোধক ডঃ জীবন কুমার সরকার মূলনিবাসী সাহিত্যিক পশ্চিমবঙ্গ এছাড়াও মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি আদিবাসী জমি রক্ষা কমিটি মঙ্গল হাজদা, মূলনিবাসী আন্দোলনের পথিকৃত এবং বর্তমান রাজ্য সভার সাংসদ প্রফেসর সামিরুল ইসলাম সহ আরো অন্যান্যরা।

রাজস্থান কংগ্রেসে ভাঙনের আঁচ, প্রবীণ নেতাদের বিজেপিতে যোগদান

জয়পুর, ১০ মার্চ (হি.স.) : রাজস্থান থেকে কংগ্রেসের প্রবীণ নেতারা বিজেপিতে যোগদান করায় কংগ্রেস দলে ভাঙনের আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। রাজস্থান থেকে ৩ জন প্রাক্তন মন্ত্রী সহ ২৫ জনেরও বেশি প্রবীণ কংগ্রেস নেতা রবিবার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিয়েছেন।

রাজস্থানের রাজ্য দলের সদর দফতরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী লালচাঁদ কাটারিয়া, প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী রাজেন্দ্র যাদব, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলতের ঘনিষ্ঠ এবং শচীন পাইলটের সমর্থক প্রাক্তন মন্ত্রী খিলাড়ি লাল বৈরওয়া বিজেপিতে যোগ দেন। এছাড়াও নাগৌরের বিশিষ্ট জাঠ নেতা এবং প্রাক্তন বিধায়ক রিচপাল মিরধা এবং বিজয়পাল মিরধাও বিজেপিতে যোগ দেন। এরফলে কংগ্রেস দলে এদিন বড় ভাঙন ধরেছে। লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজস্থান কংগ্রেসের ২৫-এরও বেশি প্রবীণ নেতা বিজেপিতে যোগ দেন।

প্রসঙ্গত, মেওয়ারের প্রবীণ নেতা রণধীর সিং ভিন্ডার, যিনি এগারো বছর আগে বিজেপি ছেড়ে জনতা সেনা পার্টি গঠন করেছিলেন, তিনিও তাঁর সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে রবিবার আবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।

তামিলনাড়ুর ৭ জেলেকে গ্রেফতার শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীর

চেন্নাই, ১০ মার্চ (হি.স.) : তামিলনাড়ুর ৭জন জেলেকে গ্রেফতার করেছে শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী। রবিবার সকালে তামিলনাড়ুর পুদুকোট্টাই জেলার ৭ জেলেকে গ্রেফতার করেছে শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী। এই জেলেদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে আঞ্চলিক জলসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে।

জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে জেলেরা মাছ ধরার বন্দর জেগাথাপট্টিনম থেকে ২টি যন্ত্রচালিত নৌকায় রওনা হয়েছিল। রবিবার ভোরে ওই জেলেরা ”নেদুনথিভু”-এর কাছে মাছ ধরছিল তখনই শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী অনুপ্রবেশের

বিহারের গয়া থেকে ৩ কোটি টাকার সোনা বাজেয়াপ্ত ডিআরআই-এর

পাটনা, ১০ মার্চ (হি.স.) : বিহারের গয়া থেকে ৩ কোটি টাকার সোনা বাজেয়াপ্ত করেছে রাজস্ব গোয়েন্দা দফতর (ডিআরআই)। রবিবার বিহারের গয়া জেলার শেরঘাটির সাভকালা টোল প্লাজার কাছে চোরাকারবারিদের গাড়ি থেকে ৩ কোটি টাকার সোনা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।সেইসঙ্গে ৩ জন চোরাকারবারীকে গ্রেফতারের পাশাপাশি ব্যবহৃত গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, চোরাকারবারিরা একটি গাড়িতে করে সোনা নিয়ে বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে পৌঁছয়। সোনাগুলি গোয়ালিয়রে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তার আগেই ডিআরআই সোনা পাচারকারীদের ধরে ফেলে। ডিআরআই-য়ের মুম্বই জোন সোনা পাচারের গোপন তথ্য পেয়েছিল। তারপরই মুম্বইয়ের ডিআরআই পাটনায় তাদের দলকে এবিষয়ে জানায়। এরপরে, পাটনা থেকে ডিআরআই দল গয়ায় গিয়ে শেরঘাটির সাভকলা টোল প্লাজার কাছে গাড়িতে থাকা তিন চোরাকারবারীকে গ্রেফতার করেছে। ১৯৬২ সালের শুল্ক আইনের অধীনে এদের গ্রেফতার করা হয়। সোনা পাচারে ব্যবহৃত গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গাড়ির সামনের সিটের নিচে থাকা গোপন চেম্বার থেকে ২২টি বিস্কুট এবং ৩৯৮৭.৩০০ গ্রাম ওজনের ৮টি সোনার কাটা টুকরো উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সোনার মূল্য প্রায় ২ কোটি ৭৪ লক্ষ ৯৪ হাজার ৬৫৬ টাকা বলে জানা গিয়েছে।

একগুচ্ছ নতুন মুখ, তৃণমূলের লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা ব্রিগেডের সভা থেকে

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি.স): ব্রিগেডের সভা থেকে ঘোষণা হয়ে গেলো তৃণমূল কংগ্রেসের ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা। রবিবার মঞ্চ থেকে ঘোষণা করেন দলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই তালিকায় নতুন মুখ সহ একাধিক চমক। এবারে বহরমপুর থেকে তৃণমূলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান। এছাড়াও রয়েছে রচনা ব্যানার্জি, কীর্তি আজাদ, শত্রুঘ্ন সিনহা প্রমুখ।

তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের ৪২টি আসনের জন্য লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থীদের তালিকা ঘোষণা করেছে। প্রার্থী তালিকায় একাধিক চমক তৃণমূলের। প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান বহরমপুর লোকসভা আসন থেকে টিএমসির প্রার্থী হবেন। কৃষ্ণনগর লোকসভা আসন থেকে মহুয়া মৈত্রকে ফের মনোনয়ন দিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি লোকসভা আসনের জন্য ডায়মন্ড হারবার থেকে লড়বেন। অন্যদিকে আসানসোল থেকে লোকসভা আসনে টিএমসির প্রার্থী হবেন শত্রুঘ্ন সিনহা।তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনগর্জন' সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করেছেন।

১) কোচবিহার (তফসিলি জাতি): জগদীশচন্দ্র বাসুনিয়া।
২) আলিপুরদুয়ার (তফসিলি উপজাতি): প্রকাশচিক বরাইক।
৩) জলপাইগুড়ি (তফসিলি জাতি): নির্মলচন্দ্র রায়।
৪) দার্জিলিং: গোপাল লামা।
৫) রায়গঞ্জ: কৃষ্ণ কল্যাণী।
৬) বালুরঘাট: বিপ্লব মিত্র।
৭) মালদা উত্তর: প্রাক্তন আইপিএস প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায়।
৮) মালদা দক্ষিণ: শাহনওয়াজ আলি রায়হান।
৯) জঙ্গিপুর: খলিলুর রহমান।
১০) বহরমপুর: ইউসুফ পাঠান।
১১) মুর্শিদাবাদ: আবু তাহের খান।
১২) কৃষ্ণনগর: মহুয়া মৈত্র।
১৩) রানাঘাট (তফসিলি জাতি): মুকুটমণি অধিকারী।
১৪) বনগাঁ (তফসিলি জাতি): বিশ্বজিৎ দাস।
১৫) ব্যারাকপুর: পার্থ ভৌমিক।
১৬) দমদম: সৌগত রায়।
১৭) বারাসত: কাকলি ঘোষ দস্তিদার।
১৮) বসিরহাট: হাজি নুরুল ইসলাম।
১৯) জয়নগর (তফসিলি জাতি): প্রতিমা মণ্ডল।
২০) মথুরাপুর (তফসিলি জাতি): বাপি হালদার।
২১) ডায়মন্ড হারবার: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
২২) যাদবপুর: সায়নী ঘোষ।
২৩) কলকাতা দক্ষিণ: মালা রায়।
২৪) কলকাতা উত্তর: সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৫) হাওড়া: প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৬) উলুবেড়িয়া: সাজদা আহমেদ।
২৭) শ্রীরামপুর: কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৮) হুগলি: রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৯) আরামবাগ (তফসিলি জাতি): মিতালি বাগ।
৩০) তমলুক: দেবাংশু ভট্টাচার্য।
৩১) কাঁথি: উত্তম বারিক।
৩২) ঘাটাল: দেব। (দীপক অধিকারী)।
৩৩) ঝাড়গ্রাম (তফসিলি উপজাতি): কালীপদ সোরেন।
৩৪) মেদিনীপুর: জুন মালিয়া।
৩৫) পুরুলিয়া: শান্তিরাম মাহাতো।
৩৬) বাঁকুড়া: অরূপ চক্রবর্তী।
৩৭) বিষ্ণুপুর (তফসিলি জাতি): সুজাতা মণ্ডল খাঁ।
৩৮) বর্ধমান পূর্ব (তফসিলি জাতি): শর্মিলা সরকার।
৩৯) বর্ধমান-দুর্গাপুর: কীর্তি আজাদ।
৪০) আসানসোল: শত্রুঘ্ন সিনহা।
৪১) বোলপুর (তফসিলি জাতি): অসিতকুমার মাল।
৪২) বীরভূম: শতাব্দী রায়।

মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র এবং জবলপুরে এয়ার টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

ভোপাল, ১০ মার্চ (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার উত্তরপ্রদেশের আজমগড় থেকে মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র এবং জবলপুর পর্যন্ত নবনির্মিত এয়ার টার্মিনাল ভবনগুলির উদ্বোধন করেছেন। এই উপলক্ষে সারাদেশে ১৫টি বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল উদ্বোধন করা হয়। মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রের বিজয়রাজে সিন্ধিয়া বিমানবন্দর মাত্র ১৬ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছিল।

এদিনের কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নির্বাচনের সময় বিগত সরকারগুলি জনগণের চোখে ধুলো দেওয়ার মতো ঘোষণা করতো। এছাড়া সংসদে রেলের নতুন নতুন ঘোষণাও আগে করা হতো। কিন্তু আজ দেশ দেখছে মোদী যা বলেন তাই করেন।

নাবালক প্রেমিক যুগলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য খড়িবাড়িতে

খড়িবাড়ি, ১০ মার্চ (হি. স.) : শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়িতে নাবালক প্রেমিক যুগলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। মৃতদের নাম দেব সিংহ (১৭) ও সুলেখা সিংহ (১৬)। দুজনেই বুড়াগঞ্জের ধুলিয়াজোত এলাকার বাসিন্দা।

রবিবার খড়িবাড়ি থানার বুড়াগঞ্জের টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চল লাগোয়া রামভোলা গ্রামে দেহ দুটি উদ্ধার হয়।

জানা গিয়েছে, এদিন সকালে স্থানীয় ওয়াচ টাওয়ারের নীচে ওই দুজনকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, শনিবার দুপুরে এই যুগলকে এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছে। ওই যুগল আত্মহত্যা করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে কেন তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ : ব্রেন্টফোর্ডকে হারিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল

ম্যানচেস্টার, ১০ মার্চ (হি.স.) : লিভারপুল ও ম্যানচেস্টার সিটিকে পেছনে ফেলে আর্সোনাল এখন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষস্থানে। ব্রেন্টফোর্ডকে হারিয়ে দ্য গানার্সরা উঠে এল শীর্ষে। শনিবার (৯ মার্চ) রাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে মুখোমুখি হয় আর্সেনাল ও ব্রেন্টফোর্ড। ম্যাচটিতে ২-১ গোলের জয় পেল আর্সেনাল। এই জয়ে তাঁদের পয়েন্ট ২৮ ম্যাচে ৬৪। লিভারপুলের ৬৩ ও ম্যানচেস্টার সিটি ৬২ পয়েন্ট নিয়ে ২ ও ৩-এ রয়েছে। আর্সেনালের পক্ষে গোল করেছেন ডেকলান রাইস ও কাই হাভার্টজ। অন্যদিকে প্রতিপক্ষ ব্রেন্টফোর্ডের জার্সিতে গোল করেছেন ইয়োয়ান উইসা।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

আলুর পরোটা নাকি পিজ্জা

ঘ্রাণে নাকি অর্ধেক ভোজন হয়! কিন্তু দর্শনেও কি ভোজন হয়? ইদানীং ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম খুললেই চোখে পড়ে নানা রকম খাবার তৈরি বা রেস্তরাঁয় খাওয়া দাওয়ার ভিডিয়ো। সেই সব দেখে আর কিছু না হোক মনের খিদে তো মেটেই। পেটের খিদে যদিও চাগাড় দেয়। আবার খাবার নিয়ে অদ্ভুত পরীক্ষা নীরিক্ষা দেখে খাদ্য প্রেমীরা বিস্মিতও হন।

সম্প্রতি তেমনই একটি খাবারের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজ মাধ্যমে। ভিডিয়োটি একটি রাস্তার ধারের খাবারের দোকানের। দোকানী তথা রাঁধুনী সেখানে যা তৈরি করছেন সেটি কোনও একটি পদ নয়। বরং দু'টি পদের মিশ্রণ। সেই দুই পদ আবার দু' দেশের। একটি ইতালির। অন্যটি খাঁটি ভারতীয়। একটি পিতা। অন্যটি আলুর পরোটা। দুইয়ে মিলে আলু পরোটা পিতা বানিয়েছেন রাঁধুনী। তবে ওই পরোটা পিতা দেখে চমকে গিয়েছেন খাদ্য প্রেমীরা। প্রথমে সাধারণ আলুর পরোটার মতোই পুর ভরে তৈরি করা হচ্ছে ময়দার লেচি। তার পর সেটি মোটা প্রস্থে বেলে নিয়ে ভাজা হচ্ছে দেশি ঘিয়ে। এ ভাবেই তৈরি হচ্ছে ইতালীয় পিতার দেশি "পিতা বেস"। অর্থাতযার উপর সাজিয়ে দেওয়া হবে পিতার টপিংচিজ, সস, মশলাপাতি ইত্যাদি। এর পর ধীরে ধীরে নিজের বিশেষ রূপ পায় পরোটা পিতা। পরিবেশন করা হয় স্টিলের প্লেটে তিন রকম দেশি চাটনি সহযোগে।

এই ভিডিয়ো দেখে অবাক খাদ্য প্রেমীরা। অনেকে বলেছেন, "যে জিনিসটা যেমন সেটা তেমন ভাবে খেতে আপত্তি কীসের?"কেউ আবার কটাক্ষ করে লিখেছেন, "এই জগাখিচুড়ি রেসিপি আবিষ্কার করার আগে না জানি কত বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন ওই রাঁধুনী?" আবার অনেকে বিক্রেতার সৃষ্টিশীলতার প্রশংসাও করেছেন। তাঁরা লিখেছেন, পিতার বেসে চিজ বা মাংসের পুর দিয়ে চিজ বার্স পিতা হলে আলু বার্স পিতা হতে আপত্তি কোথায়!

দেহের বিভিন্ন অংশে কাটা দাগ, কালচে ছোপ ফিকে হবে অয়েলের গুণে

ছোটবেলায় সাইকেল চালানো শিখতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। থুতনি কেটে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল। কিছু দিনের মধ্যে ক্ষত শুকিয়ে গেলেও বিশ্রী দাগ রয়ে গিয়েছে এই বয়সেও। আবার বহু দিন আগে কারও মুখে হওয়া বসন্তের দাগও মেলাতে চায় না সহজে। ডাবের জল, চন্দন মাখার পর শেষে চিকিৎসকের শরণাপন্ন

হতে হয়। রাসায়নিক দেওয়া একগুচ্ছ মলম মাখতে হয় নিয়ম করে। তা-ও দাগ পুরোপুরি মিলিয়ে যায় না। তবে প্রসাধন নিয়ে পরীক্ষানিরিক্ষা করেন এমন মানুষদের বক্তব্য, এই সব সমস্যায় খুব ভাল কাজ করে স্ট্রিয়োভার এবং রোজহিপ অয়েলের মিশ্রণ। নিয়মিত ব্যবহার করলে ত্বকে কোলাজেনের উৎপাদন বাড়তে থাকে। ফলে ক্ষত পূরণ হয় তাড়াতাড়ি। মাসখানেকের মধ্যেই তফাত নজরে পড়ে। সন্তানপ্রসবের পর মায়েদের পেটের সেলাইয়ের দাগ বা স্ট্রেচ মার্ক মিলিয়ে যেতেও সাহায্য করে এই অয়েলগুলি।

কমবয়সে ব্রণ হত। দেখতে ভাল লাগত না, আবার নখ দিয়ে খুঁটেও ফেলতেন। ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। গোটা মুখে দাগ ভরে গিয়েছে। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ব্যবহার করতে হবে ভিটামিন সি অয়েল। সঙ্গে নায়াসিনামাইড থাকলে তো কথাই নেই। তাড়াতাড়ি কাজ হবে। বাহুমূল, হাঁটু, কনুইয়ের কালচে ছোপ দূর করতে ব্যবহার করা যেতে পারে রেটিনল। ওয়াক্সিং বা রেজার দিয়ে রোম চাঁছার পর দেহে যদি কালচে ছোপ পড়ে, সে ক্ষেত্রে ম্যাজিকের মতো কাজ করে গ্লাইকোলিক অ্যাসিড এবং ল্যাক্টিক অ্যাসিড। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্ট্রবেরি লেগের মতো সমস্যাও দূর করতে পারে এই অয়েলগুলি। তবে ধৈর্য ধরে নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করে যেতে হবে।

সন্ধ্যায় চপ-মুড়ি না খেয়ে রাতের খাওয়া সেরে ফেলতে হবে

কাজে বেরোনোর সময় সারা দিন ভাল করে খাওয়া হয় না। তাই সকালে ভাল পদ যা রান্না হয়, সবটাই মায়েরা যত্ন করে রেখে দেন ছেলেমেয়ের জন্য। কিন্তু মুশকিল হল, অফিস থেকে ফিরেও তো অনেক সময়ে আবার ল্যাপটপ খুলে বসতে হয়। তাই খাওয়ার সময়ের ঠিক থাকে না। রাতে তেল-মশলা দেওয়া খাবার খেলে গ্যাস-অম্বল অবধারিত। তাই পুষ্টিবিদেরা বলে থাকেন, রাতের খাবার যতটা সম্ভব হালকা রাখতে। শুধু তা-ই নয়, রাতের খাবার যদি সন্ধে সাতটার আগে খেয়ে ফেলা যায়, তা হলে সব দিক থেকেই ভাল। অনেকেই রাতের খাবার খাওয়ার পর সোজা বিছানায় গিয়ে গা এলিয়ে দেন। এতে খাবার হজমে সমস্যা হয়। ওজনেও প্রভাব পড়ে। তবে সন্ধে ৭টার সময় রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে পরের দিন সকাল ৭টা পর্যন্ত উপোস করে থাকা কিন্তু আবার শরীরের জন্য ভাল নয়। তাই নিজের সুবিধা বুঝে সময় আগুপিছু করে নেওয়া যায়। রাতে তাড়াতাড়ি খাবার খেলে কী উপকার মিলতে পারে?

১) রক্তে শর্করার মাত্রা ঠিক থাকে তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া শেষ হলে হজম হয় তাড়াতাড়ি। খাবার থেকে পুষ্টিগুণ শোষণ করে তাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করার কাজটিও সহজ হয়। ফলে রক্তে শর্করার মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

২) ঘুমের চক্র

রাতে ভারী খাবার খাওয়ার পর শুয়ে পড়লে অনেক সময় হজমের সমস্যা হয়। সেখান থেকে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটা স্বাভাবিক। তাই ঘুমোতে যাওয়ার অন্তত পক্ষে দু-তিন ঘণ্টা আগে নৈশভোজের পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা।

৩) হরমোন- ারীরবৃত্তীয় অনেক কাজই হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। হরমোন এমন একটি উপাদান, শরীর থেকে যার অতিরিক্ত ক্ষরণ হলেও ক্ষতি। আবার কম ক্ষরণ হওয়াও ভাল নয়। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, রাতের খাবার খাওয়া এবং হজম হওয়ার উপর হরমোনের কার্যকারিতা অনেকটাই নির্ভর করে। তাই রাতের খাবার তাড়াতাড়ি খেয়ে নেওয়াই ভাল।

ভাতের ফ্যান ছাড়াও সুতির শাড়ি মড়মড়ে হয়ে উঠতে পারে

বাড়িতে সুতির নরম শাড়ি পরতে ভালবাসেন অনেকেই। কিন্তু বাইরে বেরোতে গেলে মাড় দেওয়া, পাটভাঙা শাড়ি না হলে চলে না। দামি, নতুন শাড়ি বেশ কয়েক বার পরে নিয়ে অনেকেই লন্ড্রিতে পাঠিয়ে দেন কাচতে। কিন্তু তুলনায় কমদামি রোজের ব্যবহারের শাড়িগুলি তো নিয়মিত বাইরে কাচতে দেওয়া হয় না। সে ক্ষেত্রে মা, ঠাকুমাদের শাড়িতে দেওয়ার সবচেয়ে পছন্দের, সহজলভ্য মাড় হল ভাতের ফ্যান। তবে ভাতের ফ্যান শাড়িতে দিলে, শুকোনোর পর অনেক সময়েই বিচ্ছিরি গন্ধ বেরোয়। তাই এই উপাদান ব্যবহার করতে চান না অনেকেই। ভাতের ফ্যান ছাড়া মাড় হিসেবে আর কী কী ব্যবহার করা যায়?

১) আঠা- ৫০০ মিলিলিটার জলে ১ টেবিল চামচ আঠা ভাল করে গুলে নিন। কোনও ভাবেই যেন আঠার অবশিষ্ট অংশ জলে না ভাসে। তার পর যে শাড়িতে মাড় দেবেন, সেটি ওই মিশ্রণে ডুবিয়ে রাখুন। মিনিট দুয়েক পর নিঙড়ে রোদে শুকোতে দিন।

২) আলুসেদ্ধ করা জল- আলুর খোসা ছাড়িয়ে ভাল করে ধুয়ে নিন। তার পর একটি পাত্রে পরিষ্কার জল দিয়ে আলু সেদ্ধ হতে দিন। আলু পুরো সেদ্ধ হয়ে এলে সাবধানে জল থেকে আলুগুলি তুলে অন্যত্র সরিয়ে রাখুন। আলু সেদ্ধ করা জল ঠান্ডা হতে দিন। তার পর মাড় হিসেবে ব্যবহার করুন। মাড় দেওয়ার পর ছায়ায় শাড়ি শুকোতে দেওয়া যাবে না। তা হলে কিন্তু মাড় ধরবে না।

৩) ময়দা-গরম জলে ময়দা ভাল করে ফুটিয়ে ঘন একটি মিশ্রণ তৈরি করুন। শাড়িতে কতটা মাড় চান, সেই অনুযায়ী মিশ্রণ ঘন করবেন। ঠান্ডা হলে মাড় হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। তবে মাড় দেওয়ার পর শাড়ি কিন্তু রোদে শুকোতে দিতে হবে।

রাত জেগে সিরিজ আর দিনের বেলা ঘুম বাড়িয়ে তুলতে পারে হাঁপানির সমস্যা

বিশ্ব জুড়ে প্রায় ৩০ কোটি মানুষ হাঁপানির শিকার। কারা এই রোগে আক্রান্ত হবেন আর কারা হবেন না, এই নিয়ে বিস্তর গবেষণা হলেও বিজ্ঞানীরা সঠিক কোনও দিক নির্দেশ করতে পারেননি। সম্প্রতি আরও একটি গবেষণা দাবি করছে, পর্যাপ্ত ঘুম না হলে বা ঘুমের স্বাভাবিক চক্র বিঘ্নিত হলে হাঁপানিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দ্বিগুণ হারে বেড়ে যেতে পারে।

নিয়মিত ঘুমোতে যাওয়ার এবং ঘুম থেকে ওঠার সময় যথযথ রাখতে পারলে এই সমস্যা অনেকটাই ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব। "বিএমজে ওপেন রেসপিরেটরি রিসার্চ" পত্রিকায় এই গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে। ৩৮ থেকে ৭৩ বছর বয়সি প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন এই সমীক্ষায়। চিনের শানডং বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল গবেষক কম করে এক যুগের উপর তাঁদের ঘুমের ধরন এবং সময় নিয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, ঘুমের সময়, রাত জাগা, নাক ডাকা, কত ক্ষণ ঘুমোন বা দিনের বেলা ঘুমের পরিমাণ বাড়ে কি না, এই সংক্রান্ত প্রশ্নের ভিত্তিতেই সমীক্ষা করা হয়েছিল। গবেষণা শেষে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, যাঁরা সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠেন, ৭ থেকে ৯ ঘণ্টা ঘুমোন, রাত জাগা বা অনিদ্রার সমস্যায় ভোগেন না, যাঁদের নাক ডাকার সমস্যা নেই, দিনের বেলা ঝিমুনির সমস্যায় ভোগেন না, তাঁদের হাঁপানি বা অ্যাজমার সমস্যায় আক্রান্তহওয়ার সম্ভাবনা কম।

রান্নাঘরে জলের অপচয় বন্ধ করুন

রান্নাঘরে অনেক সময় অজান্তেই আমরা অনেকটা জল অপচয় করে ফেলি। রান্নার প্রতিটি পর্যায়ে জলের ব্যবহার করা হয়। ভাত, ডাল, চাউমিন, পাস্তা কিংবা সব্জি সেদ্ধ হয়ে গেলে আমরা সেই জল ছেঁকে ফেলে দিই। কিন্তু যদি ফেলে না দিয়ে একটি পাত্রে সেই জল জমিয়ে রেখে দেন, তা হলে পরে নানা কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। ভাবছেন, কী ভাবে?

১) শাক-সব্জি, ফল, চাল, ডাল ধুয়ে সেই জল ফেলে না দিয়ে গাছের গোড়ায় দেওয়া যায়। লিকার চা বানানোর সময় অনেক ক্ষেত্রেই বেশি হয়ে যায়, চা পাতা সমেত সেই জলও গাছের পরিচর্যায় কাজে লাগাতে পারেন।

২) ভরতি জলের বোতল গাড়িতে রেখে দিয়ে আমরা ভুলে যাই। দু''দিন পর গাড়ি খুলে দেখলে মনে পড়ে সেই কথা। সেই জল ফেলে না দিয়ে বাড়ি পরিষ্কার করার কাজে, বাসন মাজার কাজে ব্যবহার করতেই পারেন।

৩) কড়াইতে পোড়া লাগলে সেই দাগ পরিষ্কার করতে সময় ও জল দুইয়েরই অপচয় হয়। এ ক্ষেত্রে সমান্য জল গরম করে নিয়ে কড়াইতে আধ ঘণ্টা মতো রেখে দিন। দেখবেন, অল্প সময়েই সেই দাগ দূর করা সম্ভব হবে। জলের অপচয়ও কমবে।

৪) চাউমিন, পাস্তা সেদ্ধ করে সেই জল আবার রান্নার কাজে লাগাতে পারেন। পিতার ময়দা মাখার সময়ে যদি নুন আর তেল মেশানো চাউমিন সেদ্ধ করা জলটি ব্যবহার করেন, তা হলে পিতার রুটি হবে তুলেতুলে নরম। ডাল রান্না করার আগে ভিজিয়ে রাখতে হয়। যদি সাধারণ জলের বদলে চাউমিন সেদ্ধ করা গরম জলে কিংবা ভাতের ফ্যানে ডাল ভিজিয়ে রাখতে পারেন, তা হলে ডাল রান্না করতে বেশি সময় লাগবে না।

৫) ভাতের ফ্যান ফেলে না দিয়ে সেই ফ্যান রূপচর্চার কাজে ব্যবহার করতে পারেন। দু''চামচ ভাতের ফ্যানের সঙ্গে এক চামচ মধু ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে সারা মুখে লাগিয়ে রাখুন। আধ ঘণ্টা পরে ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়বে, ত্বককে মসৃণ ও কোমল রাখতেও এই ফেসপ্যাকটি ব্যবহার করতে পারেন।

রাতের বেলা রুটির সঙ্গে বানিয়ে ফেলুন পমফ্রেট মাছের দোপেঁয়াজী

মাছ খেয়েও সুখ, খাইয়েও সুখ। বাজার থেকে প্রমাণ সাইজের পমপ্রেট এনেছেন। এমনিতে পমফ্রেট কিনলে সাধারণত তন্দুরি করেই খাওয়া হয়। গরম হোক বা ঠান্ডা যে কোনও পানীয়ের সঙ্গেই সেই পদ খেতে ভাল লাগলেও রুটি দিয়ে শুকনো তন্দুরি খেতে ভাল না-ও লাগতে পারে। তা হলে উপায়? সমাধান রয়েছে হাতের মুঠোয়।

সাধারণ পমফ্রেট মাছের ঝাল বদলে যেতে পারে পমফ্রেট দোপেঁয়াজায়। রইল সেই রেসিপি।

উপকরণ

পমফ্রেট মাছ: ৪টি

পেঁয়াজ বাটা: আধ কাপ

পেঁয়াজ কুচি: আধ কাপ,রসুন বাটা: ১ চা চামচ,আদা বাটা: আধ চা চামচ টোম্যাটো কুচি: আধ কাপ, টক দই: ১ টেবিল চামচ,কাঁচা লঙ্কা: ২টি জিরে গুঁড়ো: আধ চা চামচ,ধনে গুঁড়ো: আধ চা চামচ,কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো: আধ চা চামচ,হলুদ গুঁড়ো: আধ চা চামচ,নুন: স্বাদ অনুযায়ী চিনি: সামান্য,সর্ষের তেল: ৪ টেবিল চামচ প্রণালী ১) মাছ ধুয়ে নুন-হলুদ মাখিয়ে রাখুন। ছোট একটি পাত্রে টকদই, নুন এবং সামান্য চিনি দিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে রাখুন।

২) কড়াইতে সর্ষের তেল গরম হলে নুন-হলুদ মাখানো মাছগুলি ভেজে তুলে রাখুন। ৩) এ বার ওই তেলে পেঁয়াজ কুচি ভেজে তুলে রাখুন। ৪) আরও খানিকটা তেল দিয়ে তার মধ্যে পেঁয়াজ বাটা, আদা-রসুন, টোম্যাটো কুচি দিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকুন। ৫) খানিকটা ভাজা হয়ে এলে একে একে সমস্ত মশলা দিয়ে দিন। ৬) ভাল করে কষিয়ে নিয়ে ফেটিয়ে রাখা দই দিয়ে দিন। সামান্য একটু জল দিতে পারেন। ৭) এ বার ভেজে রাখা মাছগুলি কড়াইতে দিয়ে দিন। ৮) কাঁচালঙ্কা চিরে ঝোলের মধ্যে দিয়ে খানিক ক্ষণ ফুটতে দিন। ৯) গ্রেভি ঘন হয়ে এলে উপর থেকে ভেজে রাখা পেঁয়াজ কুচি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

ড্রপ ব্যবহার করেও বন্ধ নাক খুলছে না?

শীতকালে সর্দি-কাশি, নাক বন্ধের সমস্যা লেগেই থাকে। তবে শুধু শীতকাল নয়, বর্ষাতেও এই সমস্যার বাড়বাড়ন্ত হয়। ঠান্ডা লেগে জ্বর, সর্দি-কাশি নিয়ে ভুগছেন অনেকেই। সেই সঙ্গে নাকবন্ধের সমস্যা তো রয়েছেই। সবচেয়ে বেশি অস্বস্তি হয় এটা নিয়েই। নাক বন্ধ হয়ে গেলে কোনও কাজেই মন বসে না। খাওয়াদাওয়াতেও অরুচি হয়। শ্বাস নিতে সমস্যা হয়। অনেকেই বন্ধ নাক খোলার জন্য নানা রকম ড্রপ ব্যবহার করেন। তাতে যে সব সময় সুফল পাওয়া যায়, তা নয়। বরং বন্ধ নাক খোলার ঘরোয়া কিছু উপায় রয়েছে। সেগুলি জেনে রাখা জরুরি। রসুন- এক কাপ জলে দু'তিন কোয়া রসুন ফুটিয়ে নিন। এর সঙ্গে মেশান আধ চামচ হলুদ গুঁড়ো। এই জল খেলে নাক পরিষ্কার হয়ে যাবে। কাঁচা রসুন চিবিয়ে খেলেও উপকার পাবেন। অ্যাপল সিডার ভিনিগার- এক কাপ গরম জলে দুই টেবিল চামচ ভিনিগার ও এক টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে খেলে মিউকাস পরিষ্কার হবে। দিনে দুই থেকে তিন বার খান। সর্দি সম্পূর্ণ কমে যাবে। গরম জল- গরম জলে ভাপ নিতে পারেন। পরিষ্কার কাপড় গরম জলে ভিজিয়ে মুখের উপর ১০ থেকে ১৫ মিনিট চাপা দিয়ে রাখুন। গরম জলে স্নান করলেও উপকার পাবেন। গোলমরিচ- বন্ধ নাক খুলতে অব্যর্থ গোলমরিচ। হাতের তালুতে অল্প একটু গোলমরিচ গুঁড়ো নিয়ে সামান্য সর্ষের তেল দিন। আঙুলে লাগিয়ে নাকের কাছে ধরুন। হাঁচি হবে। সেই সঙ্গেই নাক, মাথা পরিষ্কার হয়ে ঝরঝরে লাগবে।

ফলের গুণেই বাড়বে প্রতিরোধ শক্তি?

রোজ সকালে খালি পেটে একটুকরো আমলকি। ব্যস, তাতেই নীরোগ হবে শরীর। শতাব্দীপ্রাচীন এই আয়ুর্বেদিক টোটকার গুণ অনেক। বর্ষায় সর্দি-কাশি তো দূরে থাকেই, এমনকি ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেতেও আমলকির উপর ভরসা রাখা যায়। প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকায়, এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। কেন রোজ আমলকি খাবেন? ১) দূষণের কারণে অনেকেরই অল্প বয়সে চুলে পাক ধরে। চুলের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ধরে রাখতে আমলকি দারুণ উপকারী। বর্ষায় চুল ঝরে যাওয়া প্রতিরোধ করতেও এই দাওয়াই দারুণ কার্যকর। আমলকির ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস এবং ভিটামিন সি স্ক্যাল্পের রক্তসঞ্চালন বাড়িয়ে চুল লম্বা এবং ঘন হতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। কারণ, আমলকির ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস চুলের গোড়ায় কোলাজেন নামে এক বিশেষ প্রোটিন তৈরি করে। আমলকির ভিটামিন সি প্রদাহ ও সংক্রমণ প্রতিরোধ করার পাশাপাশি শুষ্ক স্ক্যাল্পকে আর্দ্র করে খুশকির সমস্যা সারিয়ে তোলে। ২) আমলকি ত্বকের প্রিয় বন্ধু। এতে উপস্থিত ভিটামিন সি ব্রণ, মেচেতার দাগ মুছে ফেলার পাশাপাশি বলিরেখা দূর করতে সাহায্য করে। দূষিত পরিবেশে ত্বক জেল্লাহীন হয়ে পড়ে। নিয়মিত আমলকি খেলে নিষ্প্রাণ ত্বক, চুল, সব মিলিয়ে গোটা চেহারাই সজীব হয়ে ওঠ ৩) কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ইসবগুল, ওষুধ খেয়েও অনেক সময়ে উপকার হয় না। সেই সময়ে আমলকি কিন্তু বিশেষ ভাবে কাজে আসে। হজম সংক্রান্ত সমস্যা দূর করে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে আমলকি। হজমের সমস্যায় আমলকি ভাল দাওয়াই। ৪) বর্ষার মরসুমে অনেকেই অ্যালার্জি ও ফুসফুসের সমস্যায় ভোগেন। এই সমস শরীর চাঙ্গা রাখতে ও প্রদাহ কমাতে নিয়ম করে আমলকি খেতে পারেন। ৫) বর্ষায় সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে। ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া কিংবা ছত্রাকের হানায় শরীরে বাসা বাঁধে রোগব্যাধি। সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে রোজ নিয়ম করে আমলকি খেতে পারেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দ্বারা নিউ জলপাইগুড়ি ও পাটনার মধ্যে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের শুভ উদ্বোধন

সমগ্র দেশে ৭৬৪ স্থানে বিশ্বরেকর্ড ৮৫০০০ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের ৬০০০টি প্রকল্পের উৎসর্গ/শিলান্যাস/উদ্বোধন/শুভ সূচনা করা হবে

মালিগাঁও, ১০ মার্চ, ২০২৪: ১২ই মার্চ, ২০২৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী নিউ জলপাইগুড়ি এবং পাটনা রুটের যাত্রীদের বিশ্বমানের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য, একটি নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস-এর শুভ সূচনা করবেন। শুভ সূচনার পাশাপাশি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একই দিনে সারাদেশে ৭৬৪টি স্থানে বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন/উৎসর্গ ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। একটি বিশ্ব রেকর্ডের ৮৫০০০ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের ৬০০০ প্রকল্প জাতির প্রতি উৎসর্গ/শিলান্যাস/উদ্বোধন/শুভ সূচনা করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। সারা দেশের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে ১০,০০০ রেলওয়ে স্ক্রিন মাধ্যমে এই মেগা অনুষ্ঠানটি সরাসরি সমপ্রচার করা হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ১৫৮৪টি ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট স্টল দেশকে উৎসর্গ করা হবে।

১৪টি ক্যাটাগরির মোট প্রায় ৬ লাখ বিশ্বকর্মাদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। এছাড়া নতুন পণ্য শেডও উদ্বোধন/উৎসর্গ করা হবে। ২০২৩-২৪ বর্ষে এই পর্যন্ত ভারতীয় রেল ১৪৭৬ এমটি লোডিং কার্য সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে যা আগের বছরে ছিল ১৪০৫ এমটি, তুলনামূলক ৭০ এমটি অধিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় ২৫০০ কিমি নতুন লাইন/গেজ রূপান্তর/ডাবলিং জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হবে। কম খরচে জেনেরিক ওষুধ সরবরাহের জন্য ৫০টি ঔষধি কেন্দ্র উদ্বোধন করা হবে। রেল কোচ রেস্তোরাঁ স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যা বর্তমানে শহরে শহরে বিদ্যমান। কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে গত ১০ বছরে ৪০০০ কিলোমিটার ট্র্যাক বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। ভারতীয় রেলওয়ে ২ঙ২৫ কেভি ট্র্যাকশনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে যা দীর্ঘ, ভারী এবং দ্রুতগামী করতে ট্রেনগুলিকে সক্ষম করবে (১৬০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টার চেয়েও দ্রুত)।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে অন্যান্য সামগ্রীর সাথে অসমে ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্টের ৭৭টি, পশ্চিমবঙ্গে ৪০টি, বিহারে ০৯টি, ত্রিপুরায় ০৫টি এবং অরুণাচল প্রদেশে ০২টি আউটলেট উদ্বোধন করবেন। এছাড়াও, অসমে ০৫টি, পশ্চিমবঙ্গে ০৫টি এবং বিহারে ০৫টি রেল কোচ রেস্তোরাঁর উদ্বোধন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

আসামে ০৩টি ও বিহারে ০১টি জন ঔষধীর কেন্দ্রও উদ্বোধন করবেন। প্রধানমন্ত্রীর গতি শক্তির উদ্যোগে, ২টি গতি শক্তি টার্মিনাল উৎসর্গ করবেন যার মধ্যে ১টি কাছাড় জেলার ময়নারবন্দে এবং অন্যটি আসামের যোরহাট জেলার চিন্নামারায়। এছাড়াও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে অসমে ০৯টি, পশ্চিমবঙ্গে ০৩টি এবং বিহারে ০১টি পণ্য শেডের উৎসর্গ সহ প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ারে একটি অতিরিক্ত পিট লাইনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।

প্রধানমন্ত্রী নিউ বঙাইগাঁও-আগিয়াঠুরি ভায়া রঙিয়া এবং নিউ বঙাইগাঁও-কামাখ্যা ভায়া গোয়ালপাড়া টাউন সেকশনের কিছু নবনির্মিত দ্বৈতকরণকৃত সেকশনের জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন।

হাতে নেওয়া এই উন্নয়ন প্রকল্পগুলি রেলওয়ের জন্য উত্তরপূর্বাঞ্চলে একটি উন্নত পরিকাঠামো প্রদান করবে।

এর ফলে পর্যটন, কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পাবে এবং এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে সুদৃঢ় হবে।

৩৪,৭০০ কোটির উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন প্রধানমন্ত্রীর

আজমগড়, ১০ মার্চ (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার উত্তর প্রদেশের আজমগড়ে ৩৪,৭০০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। রবিবার সেখানে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলগুলোকে কড়া আক্রমণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, আগের সরকারগুলোতে কোনও উন্নয়নকার্য্য হয়নি। শুধুই অপরাধ হয়েছে। আজ উত্তর প্রদেশ শুধু দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, উন্নয়নেও এগিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, দুর্নীতিতে জর্জরিত পরিবারভিত্তিক দল ক্ষমতায় থাকলে উন্নয়ন সম্ভব নয়। আগের সরকারগুলো অপরাধীদের সুরক্ষা দিত। আজ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো এবং উন্নয়ন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

তিনি বলেন, মহারাজা সুহেলদাবের নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হচ্ছে। উত্তর প্রদেশের আজমগড়, গাজীপুর, মৌ-সহ আশেপাশের জেলার ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য আর বাইরে যেতে হবে না। পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে, উত্তর প্রদেশে ডাবল ইঞ্জিন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজ্যের ভাগ্য ও ছবি দুটোই বদলে গেছে। গত কয়েক বছরে লক্ষ কোটি টাকার উন্নয়ন হয়েছে। এখন উত্তর প্রদেশে বিনিয়োগ হচ্ছে। বহু শতাব্দী ধরে রাম মন্দির নির্মাণের অপেক্ষায় ছিল, সেটা পূরণ করেছে এই সরকার।

কাশী ও মথুরার মতো এলাকাগুলো বিকশিত হচ্ছে। মোদী বলেন, ১৪০ কোটি মানুষ আমার পরিবার। দেশের মানুষ বলছে, উত্তর প্রদেশ বলছে আর আজমগড়ও বলছে এবার আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ৪০০ আসন ছাড়িয়ে যাবে। আমি আজমগড়ের জনগণকে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।

উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের ৬ জনের মৃত্যু, আহত ৩

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার গভীর রাতে উত্তরপ্রদেশের জৌনপুর জেলার গৌরাবাদশাহপুর থানা সংলগ্ন আজমগড়-জৌনপুর সড়কে একটি গাড়ি এবং একটি ট্রাকের সংঘর্ষে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এই দুর্ঘটনায় একই পরিবারের ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩জন আহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন, গজাধর শর্মা (৬০), অনীশ (৩৫), জওহর শর্মা (৫৫), গৌতম শর্মা (১৮), সোনম (৩২) এবং পবন শর্মা। আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বারাণসী ট্রমা সেন্টারে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তাঁরা সবাই একই পরিবারের সদস্য এবং বিহারের সীতামারির বাসিন্দা। শনিবার রাত আড়াইটার দিকে একটি গাড়িটি কেরাকাত প্রসাদ মোড়ে পৌঁছলে জৌনপুর থেকে আসা একটি দ্রুতগামী ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। পুলিশ আহতদের অ্যাম্বুলেন্সে করে জেলা হাসপাতালে পাঠালে চিকিৎসকরা ৬ জনকে মৃত ঘোষণা করেন।উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। সেইসঙ্গে তিনি নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। আহতরা যাতে উন্নতমানের চিকিৎসা পান তারও নির্দেশ দিয়েছেন।

ডার্বিতে নামার আগেই প্লে-অফে চলে গেল মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল পেল কিছুটা সুবিধা, কি ভাবে ?

কলকাতা, ১০ মার্চ(হি.স.) : রবিবার কলকাতা ডার্বিতে নামার আগেই ভালো খবর পেল মোহনবাগান। কারণ ডার্বি ম্যাচের আগেই প্লে-অফ নিশ্চিত হয়ে গেল মোহনবাগানের। কারণ,গতকাল শনিবার হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে চেন্নাই এফসি এক গোলে হেরে গেছে।

এরফলে চেন্নাই পয়েন্ট খোয়ানোর জন্য মোহনবাগানের প্লে-অফে খেলা নিশ্চিত হয়ে গেছে।

এটাই এবারের আইএসএলে হায়দরাবাদের প্রথম জয়। মোহনবাগানের এখন ৩৩ পয়েন্ট। সেই পয়েন্ট ছোঁয়া চেন্নাইয়িনের পক্ষে আর সম্ভব নয়। এই ম্যাচ হারের ফলে চেন্নাইয়ের পয়েন্ট এখন ১৮ ম্যাচে ১৮। এদিন যদি চেন্নাই জিততো তাহলে চাপে পড়ে যেত ইস্টবেঙ্গল। তাহলে তাঁরা পয়েন্ট তালিকায় ১১ নম্বরে নেমে যেত।

তাই চেন্নাই হেরে যাওয়ায় সুবিধা হল ইস্টবেঙ্গলের। তাঁরা থাকল দশেই। শুধু তাই নয়, ইস্টবেঙ্গলের প্লে-অফে যাওয়ার সম্ভাবনাটা উজ্জ্বল হল।কারণ, প্লে-অফে ওঠার লড়াইয়ে ইস্টবেঙ্গলের গাঁট ছিল চেন্নাই।

বিহার থেকে লালু প্রসাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী সুভাষ যাদবকে গ্রেফতার ইডির

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ (হি.স.) : আরজেডি প্রধান লালু প্রসাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী সুভাষ যাদবকে গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডায়রেক্টরেট (ইডি)। বেআইনি বালি খনন কার্য্যকলাপের অভিযোগে শনিবার গভীর রাতে সুভাষ যাদবকে গ্রেফতার করেছে ইডির আধিকারিকরা। রবিবার তাকে আদালতে হাজির করে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। আরজেডি নেতা লালু প্রসাদ যাদবের সঙ্গে যুক্ত স্থানে ১৪ ঘন্টা ধরে ইডির আধিকারিকরা অভিযান চালায়। মূলত বিহারের পাটনার ৮টি স্থানে অভিযান চালানোর পরই লালু প্রসাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী সুভাষ যাদবকে শনিবার গভীর রাতে গ্রেফতার করা হয়।ইডি সূত্রে আরও জানা গিয়েছে যে, শনিবার সকালে ইডির আধিকারিকরা পাটনার দানাপুর এলাকায় সুভাষের বাড়িতে তাঁকে বহুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করে। জিজ্ঞাসাবাদ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই সুভাষকে গ্রেফতার করা হয়।

ডার্বিতে নামার আগেই প্লে-অফে চলে গেল মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল পেল কিছুটা সুবিধা, কি ভাবে ?

কলকাতা, ১০ মার্চ(হি.স.) : রবিবার কলকাতা ডার্বিতে নামার আগেই ভালো খবর পেল মোহনবাগান। কারণ ডার্বি ম্যাচের আগেই প্লে-অফ নিশ্চিত হয়ে গেল মোহনবাগানের।

কারণ,গতকাল শনিবার হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে চেন্নাই এফসি এক গোলে হেরে গেছে। এরফলে চেন্নাই পয়েন্ট খোয়ানোর জন্য মোহনবাগানের প্লে-অফে খেলা নিশ্চিত হয়ে গেছে। এটাই এবারের আইএসএলে হায়দরাবাদের প্রথম জয়। মোহনবাগানের এখন ৩৩ পয়েন্ট। সেই পয়েন্ট ছোঁয়া চেন্নাইয়িনের পক্ষে আর সম্ভব নয়। এই ম্যাচ হারের ফলে চেন্নাইয়ের পয়েন্ট এখন ১৮ ম্যাচে ১৮। এদিন যদি চেন্নাই জিততো তাহলে চাপে পড়ে যেত ইস্টবেঙ্গল। তাহলে তাঁরা পয়েন্ট তালিকায় ১১ নম্বরে নেমে যেত।

তাই চেন্নাই হেরে যাওয়ায় সুবিধা হল ইস্টবেঙ্গলের। তাঁরা থাকল দশেই। শুধু তাই নয়, ইস্টবেঙ্গলের প্লে-অফে যাওয়ার সম্ভাবনাটা উজ্জ্বল হল।কারণ, প্লে-অফে ওঠার লড়াইয়ে ইস্টবেঙ্গলের গাঁট ছিল চেন্নাই।

ধোপে টিকলো না কুণাল-তাপসের আপত্তি, কলকাতা উত্তরে সুদীপই প্রার্থী

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি. স.): কোনও ওজর আপত্তিই কার্য্যত ধোপে টিকলো না। কুণাল-তাপসের সব অভিযোগকে নস্যাৎ করে ফের কলকাতা উত্তরে প্রার্থী করা হলো তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

সম্প্রতি সুদীপকে নিয়ে তৃণমূলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। সুদীপকে যাতে প্রার্থী করা না হয় সেই দাবি তোলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ, তাপস রায়।

সোশ্যাল মিডিয়ায় সুদীপের বিরুদ্ধে বোমা ফাটান কুণাল ঘোষ। দল বিরোধী কথা বলায় শোকজ নোটিশ পাঠানো হয় কুণালকে। যদিও তারপর বরফ গলে। দেখা যায় সুদীপ ফোন করে কুণালকে বাড়িতে চায়ের আমন্ত্রণ জানান। অন্যদিকে সুদীপের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে দলত্যাগী হন বর্ষীয়ান বিধায়ক তাপস রায়।

দিল্লিতে ৪০ ফুট গভীর কুয়োয় পড়ে গেল শিশু, উদ্ধারে দমকল, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ (হি. স.): ৪০ ফুট গভীর কুয়োয় পড়ে গেল শিশু। ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে রাজধানী দিল্লিতে।

জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে দিল্লির কেশোপুর মান্ডির কাছে দিল্লি জল বোর্ড প্ল্যান্টের ভিতরে একটি বড় দুর্ঘটনা ঘটে। ৪০ ফুট গভীর ও দেড় ফুট চওড়া কুয়োয় পড়ে যায় শিশুটি। শিশুটিকে কুয়ো থেকে তোলার জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দিল্লি দমকল সার্ভিস, এনডিআরএফ ও দিল্লি পুলিশের দল। জানা গেছে, খেলতে খেলতে শিশুটি কুয়োর কাছে পৌঁছে যায়। দিল্লির মন্ত্রী অতিশী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।

যাদবপুরে লোকসভায় তৃণমূলের প্রার্থী সায়নী ঘোষ

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি. স.) : লোকসভা নির্বাচনে সায়নী ঘোষ প্রার্থী হতে পারেন সে জল্পনা বহুদিন ধরেই ছিল রাজনৈতিক মহলে। অবশেষে রবিবার ব্রিগেডের মঞ্চে এই জল্পনার অবসান ঘটালেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাদবপুর কেন্দ্রে লোকসভায় তৃণমূল প্রার্থী যুবনেত্রী সায়নী ঘোষ।

একুশের বিধানসভা ভোটে আসানসোল দক্ষিণ আসনে জোড়াফুলের প্রার্থী হয়েছিলেন সায়নী। বিজেপির অগ্নিমিত্রা পলের কাছে তিনি হেরে যান। গত লোকসভা নির্বাচনে যে কেন্দ্রে মিমি চক্রবর্তীর উপর আস্থা রেখেছিলেন মমতা, সেই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রেই তৃণমূলের এবারের প্রার্থী সায়নী ঘোষ।

হুগলি থেকে তৃণমূলের প্রার্থী হতে পারেন অভিনেত্রী রচনা।

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি. স.): এবার কি হুগলিতে অভিনেত্রী বনাম অভিনেত্রীর লড়াই? লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়? বঙ্গ রাজনীতির অলিন্দে ঘুরছে এমনই জল্পনা। রবিবার ব্রিগেডের ময়দান থেকে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার কথা রয়েছে। সূত্রের খবর, এবার হুগলি থেকে তৃণমূলের হয়ে রচনা দাঁড়াতে পারেন বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন অভিনেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের বিপরীতে।

বিজেপি হুগলি থেকে প্রার্থী করেছে লকেট চট্টোপাধ্যায়কে। প্রশ্ন ঘুরছিল, তাহলে তৃণমূল কাকে প্রার্থী করতে চলেছে সেখান থেকে? সম্প্রতি রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিদি নম্বর ওয়ান অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই দিন থেকেই রাজনীতির অলিন্দে জল্পনা বাড়ছিল রচনার রাজনীতিতে হাতেখড়ি নিয়ে। তবে আদৌ রচনা টিকিট পাচ্ছেন কিনা তা সময়ই বলবে।

লখনউ সহ সমগ্র ভারত চারগুণ গতিতে এগিয়ে চলেছে : রাজনাথ

লখনউ, ১০ মার্চ (হি.স.) : লখনউ সহ সমগ্র ভারত চারগুণ গতিতে এগিয়ে চলেছে, রবিবার এই মন্তব্য করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। রবিবার উত্তর প্রদেশের আজমগড়ে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লখনউয়ের চৌধুরী চরণ সিং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নবনির্মিত টার্মিনাল-থ্রি-এর উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং একথা বলেন।

এদিন লখনউতে উপস্থিত হয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, যত দিন যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে লখনউ তথা সমগ্র ভারতের চারগুণ গতিতে অগ্রগতি ঘটছে। রবিবার লখনউতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আরও বলেন যে ২০১৪ সালে এই দেশে মাত্র ৭৪টি বিমানবন্দর ছিল, কিন্তু এখন সেই সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। সেই সংখ্যা ১৪৯-এ দাঁড়িয়েছে। আগে মনে করা হতো বিমান ভ্রমণ শুধুমাত্র উচ্চবিত্তের জন্য, সাধারণ মানুষ সেখানে যেতে পারবে না। বিমান ভ্রমণ ধনী-গরিবের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেছে। আমরা সেই দূরত্ব দূর করেছি। এখন দরিদ্ররাও অনায়াসেই বিমান ভ্রমণ করতে পারেন।

আপনারা ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রেও একই জিনিস দেখতে পাবেন। আগে শুধু ধনীরা ইন্টারনেট ব্যবহার করতেন। আমরা কল্পনাও করতে পারিনি যে একজন গরিব মানুষের কাছে ইন্টারনেট থাকবে। এটা আমাদের সরকারের কাজের ফল যে আজ ধনী-গরিব সবার কাছে ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে। আমরা জন ধন যোজনার মাধ্যমে দরিদ্রদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় যুক্ত করেছি। আমরা এদেশের দরিদ্রদের এদেশের উচ্চবিত্ত পরিবারের সমকক্ষে নিয়ে এসেছি।

মাইন্সের বিপক্ষে বায়ার্ন পেল বিশাল ব্যবধানের জয়, হ্যাট্রিক করে রেকর্ড করলেন হ্যারি কেইন

মিউনিখ, ১০ মার্চ (হি.স.) : বুন্ডেসলিগার ম্যাচে মাইন্সের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে শনিবার সন্ধ্যায় আরও একটি হ্যাটট্রিক উপহার দিলেন হ্যারি কেইন। সেইসঙ্গে গড়লেন দারুণ সব কীর্তি, এবং নাম লেখালেন রেকর্ডে। এরফলে মাইন্সের বিপক্ষে বায়ার্ন মিউনিখ পেল বিশাল ব্যবধানের জয় ।এই মরসুমের দলের সময়টা তেমন ভালো যাচ্ছে না, তবে ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে দারুণ উজ্জ্বল কেইন। জার্মানির শীর্ষ লিগে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে অভিষেক মরসুমে তিনি ৮ ম্যাচে অন্তত ২টি করে গোল করলেন। আর সেইসঙ্গে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে প্রতিযোগিতাটির অভিষেক আসরে ৪টি হ্যাটট্রিকও করলেন তিনি। এখানেই শেষ নয়, করলেন আরও একটি রেকর্ড। চলতি আসরে ২৫ ম্যাচে গোল করলেন ৩০টি, স্পর্শ করলেন বুন্ডেসলিগায় অভিষেক মরসুমে জার্মান গ্রেট উয়ি সিলারের ৩০ গোলের অসামান্য কীর্তি। আর বায়ার্নের জার্সিতে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩৪ ম্যাচে কেইনের গোল হল ৩৬টি। গত মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লাৎসিওর বিপক্ষে জোড়া গোল করেন কেইন। ম্যাচটি ৩-০ গোলে জিতে প্রথম লেগের ব্যবধান ঘুচিয়ে কোয়ার্টার-ফাইনালে পা রাখে বায়ার্ন। আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় বুন্ডেসলিগার এই ম্যাচটিতে ৮-১ গোলে জিতেছে স্বাগতিকরা। বায়ার্নের এই গোল উৎসবে দুবার জালে বল পাঠিয়েছেন লেয়ন গোরেটস্কা। আর একটি করে গোল করেছেন টমাস মুলার, জামাল মুসিয়ালা ও সের্গে জিনাব্রি। দুর্দান্ত এই জয়ে শীর্ষে থাকা বায়ার লেভারকুজেনের সঙ্গে ব্যবধান কমিয়েছে গত ১১ বারের লিগ চ্যাম্পিয়নরা। ২৫ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট হলে ৫৭। আর এক ম্যাচ কম খেলে ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে চূড়ায় লেভারকুজেন।

প্রিমিয়ার লিগ : দুই ম্যাচ পর পেল কাঙ্ক্ষিত জয় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

ওল্ড ট্র্যাফোর্ড, ১০ মার্চ (হি.স.) : ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে শনিবার সন্ধ্যায় প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ২-০ গোলে জিতেছে ম্যান ইউনাইটেড। ব্রুনো ফের্নান্দেস এবং মার্কাস র‍্যা শফোর্ড গোল দুটি করেন। টানা ৪ ম্যাচ জয়ের পর গত দুই রাউন্ডে ফুলহ্যাম ও ম্যানচেস্টার সিটির কাছে হেরেছিল ম্যান ইউনাইটেড। ম্যাচের শুরু থেকেই লড়াই ছিল সমানতালে ।অবশ্য ইউনাইটেডের গোলের দেখা পেতে দেরি হয়নি। দ্বাদশ মিনিটে এগিয়ে গেল স্বাগতিকরা। দ্বিতীয় গোলটি হয় হাফ টাইমের ৫ মিনিট আগে। স্পট কিকে স্কোরলাইন ২-০ করেন র‍্যা শফোর্ড। ইউনাইটেড অনায়াসে জিতলেও পুরো ম্যাচেই কিন্তু ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের রক্ষণের পরীক্ষা নিয়েছে এভারটন। তাদের ২৩ শটের ছয়টি ছিল লক্ষ্যে, বিপরীতে ইউনাইটেড ১৫ শট নিয়ে লক্ষ্যে রাখতে পারে আটটি। ২৮ ম্যাচে ১৫ জয় ও ২ ড্রয়ে ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। তাদের চেয়ে ৩ পয়েন্ট বেশি নিয়ে পাঁচ নম্বরে ২৬ ম্যাচ খেলা টটেনহ্যাম হটস্পার।

মুর্শিদাবাদে বোমা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

মুর্শিদাবাদ, ১০ মার্চ (হি. স.) : মুর্শিদাবাদে আবারও বোমা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। রবিবার সকালে প্রায় ৬টি লাইট বোমা উদ্ধার করল বড়ঞা থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা কয়থা কোটাল পুকুরের পাড়ে একটি সন্দেহজনক বালতি দেখতে পান। এরপর বড়ঞা থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ পৌঁছে বোমাগুলিকে উদ্ধার করার পাশাপাশি তা নিষ্ক্রিয় করতে জেলা বম্ব স্কোয়াডকে খবর দেয়। কে বা কারা কী উদ্দেশ্যে এই বোমাগুলি মজুত করেছিল তা তদন্ত শুরু করেছে বড়ঞা থানার পুলিশ।

প্রসঙ্গত, ১৯ ফেব্রুয়ারি ডোমকল রানিনগরে বোমা উদ্ধার হয়। এরপর মঙ্গলবার রেজিনগরে চাষের জমি থেকে উদ্ধার হয় বোমা। গত জানুয়ারি মাসে মুর্শিদাবাদের রানিনগর থানার রাজাপুর পঞ্চায়েতের সীমান্তবর্তী বিচপাড়া এলাকায় একটি প্লাস্টিকের বালতিতে ভর্তি বোমা উদ্ধার হয়। লাগাতার বোমা উদ্ধারের ঘটনা এলাকায় ছড়িয়েছে আতঙ্ক।

বহরমপুরে তৃণমূলের প্রার্থী ইউসুফ পাঠান

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি. স.) : ব্রিগেডের জনগর্জন সভা থেকে লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল তৃণমূল। আর সেই প্রার্থী তালিকায় বহরমপুরে কেকেআর-এর প্রাক্তন তারকা ইউসুফ পাঠানকে প্রার্থী করে চমক দিল রাজ্যের শাসকদল।

গুজরাটের বাসিন্দা ইউসুফ পাঠান। দীর্ঘদিন ভারতীয় জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন। একসময় আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলতেন তিনি। তাঁর ভাই ইরফান পাঠানও জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন তারকা। ইউসুফের ঝুলিতে রয়েছে টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ের রেকর্ডের পাশাপাশি ওডিআই বিশ্বকাপ জয়ের রেকর্ডও। এবার সেই ইউসুফের রাজনীতিতে নামার খবর সামনে আসতেই তা নিয়ে তোলপাড় ক্রিকেট মহল, জোর চর্চা রাজ্য-রাজনীতির আঙিনাতেও।

তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ গত বারের জয়ী সাংসদ মিমি-নুসরত

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি.স) : রমেশ সিপির বহু প্রশংসিত ছবি শোলের কথা সকলেরই জানা। সেই ছবিতে জয় আর বিরু দুই চরিত্রের কথা মনে আছে। তাদের অটুট বন্ধুত্ব আরো একবার স্মরণ করিয়ে দিল বাংলার প্রাক্তন দুই সাংসদ মিমি চক্রবর্তী ও নুসরাত জাহান। মিমি ছিলেন যাদবপুরের সাংসদ ও নুসরাত বসিরহাটের। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয়, রবিবার তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় নাম নেই তাদের কারুর। উনিশের লোকসভা ভোটে অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীকে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর নুসরত জাহানকে প্রার্থী করেছিলেন বসিরহাটে। তাঁরা দুজনেই জিতেছিলেন। তার পর প্রথম দিন সংসদ ভবনে গিয়ে পরিচয়পত্র গলায় ঝুলিয়ে উতসাহ সহকারে ছবি পোস্ট করেছিলেন সোশ্যাল মিডিয়া। যদিও জানা গিয়েছে মিমি দুবাইয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার কারণে ভর্তি। কিন্তু নুসরতের কোনো খবর মেলেনি। তবে এই ভাবে প্রার্থী তালিকা থেকে দুই জয়ী সংসদের নাম বাদ যাওয়ায় জল্পনা তুঙ্গে। যদিও বিজেপির সঙ্গে যোগের কোনো খবর মেলেনি। যদিও দুজনের বন্ধুত্ব অটুট।কিন্তু হঠাৎ করে দুজনেই একসঙ্গে রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ালেন কেনো তার উত্তর খুঁজতে শুরু করেছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

তালিকায় বাইরের প্রার্থী বিজেপির হাত শক্ত করছে তৃণমূল, দাবি কংগ্রেসের

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি.স): ২৪ —এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় বিস্তর চমক। সেই তালিকায় নাম রয়েছে ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান, কীর্তি আজাদের ও অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহার। তবে বহরমপুরে প্রার্থী করা হয়েছে ইউসুফ পাঠানকে। আর তাতেই বিজেপির হাত শক্ত করছে তৃণমূল, সোচ্চার হল কংগ্রেস। রবিবার কংগ্রেস মুখপাত্র সৌম্য আইচ রায় ও নিলয় প্রামাণিক বাংলার বাইরে থেকে প্রার্থী করায় ক্ষোভ উগরে দিয়ে বিজেপির হাত শক্ত করা হচ্ছে বলে দাবি জানান।

এদিন সৌম্য বলেন, """বাংলার বাইরের ক্যান্ডিডেট দিয়ে ভোট ভাগ করে বিজেপির হাত শক্ত করছেন আপনি আমরা জানি।গুজরাট থেকে ইউসুফ পাঠান বহরমপুরে?

বাংলায় তৃণমূল নেই ? রাজভবনের আপনার এবং প্রধান মন্ত্রী মিটিংয়ে যখন বলেছেন কাজের থেকে গল্প বেশি করেছি তখনই বুঝেছিলাম দিদি আপনার আর মোদীর জোট পাকা, তবুও বলছি আবার পরাজিত হবেন আপনি। শুভ নন্দন।""""

অন্যদিকে নিলয় বলেন, """বাংলা নিজের মেয়ে কে চায় বলা মমতা একজন ভূমিপুত্র পেলো না?এর আগে একজন ইন্দ্রনীল সেন গাইয়ে বাজিয়ে খেলুড়ে এনেছেন উনি, কিন্তু কাজের লোক কাছের লোক নেই? এটা মুর্শিদাবাদের মানুষকে অপমান, এমনকি মুর্শিদাবাদের তৃণমূল নেতা কর্মীদের অপমান, ছি দিদি ছি।

এটা তো আমাদের থেকে বেশি লজ্জার মুর্শিদাবাদ জেলার তৃণমূলীদের, যারা সারা বছর রোদ জল বৃষ্টিতে খাটছে, আর মালাই খাবেন নরেন্দ্র মোদির গুজরাটের লোক।

কি দিদি !!! এখানেও কি ২৫-৭৫ !!!""""

আসলে বহরমপুর অধীরগড় নামে পরিচিত। এই এলাকার বেশির ভাগ ভোটার সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় ভুক্ত। আর সেখানে ইউসুফ পাঠান প্রার্থী হওয়ায়। সেই ভোট ব্যাংকে থাবা বসতে চলেছে।

হিন্দুস্থান সমাচার। এ. গঙ্গোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ **ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ইস্তফা পুলিশকর্তা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের, রাজনীতিতে যোগদানের জল্পনা

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি. স.): লোকসভা ভোটের আগে ইস্তফা দিলেন পুলিশ আধিকারিক আইপিএস প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। জল্পনা, তৃণমূলে যোগদান করতে পারেন তিনি। তবে এব্যাপারে এখনও মুখ খোলেননি সদ্য প্রাক্তন এই পুলিশ আধিকারিক।

সম্প্রতি তিনি নবান্নে নিজের স্বেচ্ছাবসরের আর্জি পাঠিয়েছিলেন। সেটি মঞ্জুর হয়েছে বলে খবর। মেয়াদ শেষের আগেই স্বেচ্ছাবসর নিয়ে প্রসূন এবার তৃণমূলের হয়ে আসন্ন লোকসভা ভোটে দাঁড়াতে পারেন বলে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন।

তবে তিনি পুলিশকর্তার পাশাপাশি অভিনেতাও। ছোটপর্দা, সিরিজ, মঞ্চে দাপিয়ে অভিনয় করে বেড়ান। তাই এই মতও উঠে আসছে যে তিনি হয়তো অভিনয়কেই আগামীদিনে পুরোপুরি পেশা হিসেবে বেছে নেবেন। রাজনীতি নাকি অভিনয় কোনটা তিনি বেছে নেন সেটা এখন সময়ের অপেক্ষা।

জনগর্জন সভার দিন বাতিল একাধিক লোকাল, চক্রান্ত দেখছে তৃণমূল

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি. স.): রবিবার একগুচ্ছ লোকাল ট্রেন বাতিল হাওড়ায়। লিলুয়া স্টেশনে ফুট ওভার ব্রিজের কাজের জন্য এই সিদ্ধান্ত বলে জানানো হয়েছে পূর্ব রেলের তরফে।

এদিকে রবিবারই ব্রিগেডে তৃণমূলের 'জনগর্জন' সভা। জেলা থেকে বহু কর্মী ট্রেন পথকেই বেছে নেন সমাবেশে পৌঁছতে। এদিনই হাওড়া ডিভিশনে লোকাল ট্রেন বাতিলের ঘোষণায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। তাদের অভিযোগ, তৃণমূলের কর্মসূচি বানচাল করার লক্ষ্যেই রবিবার একাধিক ট্রেন বাতিলের কথা ঘোষণা করেছে রেল। সূত্রের খবর, শুধু হাওড়া ডিভিশন নয়, শিয়ালদহ শাখারও বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিল হয়েছে।

শোণিতপুরে ৩০০ কোটি টাকার প্রস্তাবিত সৌরশক্তি প্রকল্পের ভূমিপূজন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

তেজপুর (অসম), ১০ মার্চ (হি.স.) : শোণিতপুর জেলার অন্তর্গত ঢেকিয়াজুলি রাজস্ব সার্কলের ব্রহ্মপুত্র চাপরি ৩ নম্বর শীতলমারিতে ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে প্রস্তাবিত ৫০ মেগাওয়াটের সোলার প্ল্যান্টের জন্য ভূমিপূজন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

ভূমিপূজনের পর আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে এটা রাজ্যের অন্যতম প্রতিশ্রুতি। তিনি বলেন, আগামী ৩০ এপ্রিল থেকে এই সৌরশক্তি প্রকল্পের নির্মাণকার্য শুরু হবে। প্রকল্পটির নির্মাণ সম্পূর্ণ করার সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে আগামী ২০২৫ সালের এপ্রিল মাস।

গত সাত দিনে চিত্তাকর্ষক ১৩০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ প্ল্যান্টের শিলান্যাস হয়েছে। অসম আজ দ্রুত সবুজ শক্তির হাব হওয়ার উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, ২০২৮ সালের মধ্যে সৌরশক্তির মাধ্যমে ৩, ০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার এগোচ্ছে। তাঁর সরকারের কল্যাণমূলক উদ্যোগের ধারা অব্যাহত রয়েছে বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

াজ তিনি শোণিতপুরে অসম সরকারের মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের উদ্বোধন করেছেন। রাজ্যের যুবক-যুবতাদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ওপর সরকার ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠনে মানসম্মত শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের শিশুদের উইংস দিতে বদ্ধপরিকর আমরা।'

এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা আজ শোণিতপুর জেলার উন্নয়নে ১,৩৭০ কোটি টাকার বেশি প্রকল্পের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আজকের অনুষ্ঠানে প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অশোক সিংঘল, সাংসদ পল্লবলোচন দাস, বিধায়ক পদ্ম হাজরিকা, রঞ্জিতকুমার দত্ত প্রমুখ।

আমাদের প্রার্থী তালিকা সাদামাটা হবে - নওশাদ

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি.স) : তৃণমূলের মত প্রার্থী তালিকায় চমক থাকবে না! সাফ জানিয়ে দিলেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। রবিবার ভাঙড়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন নওশাদ। সেখানেই তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, """" আমাদের প্রার্থী তালিকায় কোনো চমক থাকবে না। সাদামাটা প্রার্থী ঘোষণা হবে। যারা মানুষের সঙ্গে মিশে থাকেন তাদেরকেই প্রার্থী করা হবে। যারা সংসদে গিয়ে মানুষের কথা বলবে মানুষের কাজ করবে সেই ধরনের প্রার্থী করা হবে। তবে আমরা সব জায়গায় প্রার্থী দিতে পারব না। সেই ক্ষমতা আমাদের নেই। যেখানে যেখানে আমরা শক্তিশালী সেখানে প্রার্থী দেবো। তাই আমরা এবিষয়ে বেশ কিছু আবিজেপি দলের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা এখন পর্যন্ত কিছু জানায়নি। তাদের উত্তর আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। তারপরেই প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে দেবো।""""

এদিকে এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রিগেড সভায় সাফ জানিয়েছেন তারা একলাই লড়াই করছেন। সেক্ষেত্রে জোটের কোনো সম্ভবনা নেই কংগ্রেসের সঙ্গে। কাজেই বাম কংগ্রেস ও আই এস এফ এক ছাতার তলায় লড়াইয়ে থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে বামেদের কোনো সমস্যা ন হলেও বিগত দিনের নিরিখে কংগ্রেসের সঙ্গে আই এস এফ এর বোঝাপড়ায় কিছুটা অসংগতি দেখা গিয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ থেকে ৭টি আইইডি এবং ওয়্যারলেস সেট উদ্ধার নিরাপত্তা বাহিনীর

পুঞ্চ, ১০ মার্চ (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ থেকে ৭টি আইইডি এবং ওয়্যারলেস সেট উদ্ধার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। রবিবার জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার সুরনকোট এলাকার দারা সাংলায় তল্লাশি চালিয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীরা ৭টি আইইডি এবং ১টি ওয়্যারলেস সেট উদ্ধার করেছে। নিরাপত্তা আধিকারিক সূত্রে রবিবার এই তথ্য জানা গিয়েছে। এলাকায় এখনও তল্লাশি অভিযান চলছে।

এর আগে শনিবার, সোপোর পুলিশ জম্মু ও কাশ্মীরের সোপোর জেলার লোগ্রিপোরা এলাকায় একটি কর্ডন এবং তল্লাশি অভিযানের সময় একটি পিস্তল, ২টি পিস্তলের ম্যাগাজিন, ১৮টি লাইভ পিস্তলের রাউন্ড এবং ১টি পিস্তলের ঝোলা উদ্ধার করেছে। পুলিশের জারি করা একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে। পুলিশ নির্ভরযোগ্য সূত্রের ভিত্তিতে তল্লাশি চালিয়েই এসব উদ্ধার করেছে।

রাজ্যে রামনবমীর ছুটিতে ক্ষোভ কবীর সুমনের

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি. স.): রাজ্য সরকারের দেওয়া রামনবমীর ছুটি নিয়ে গর্জে উঠলেন গায়ক কবীর সুমন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

কবীর সুমন সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, আর পারলাম না। রামনবমীতেও আমার রাজ্যে ছুটি। মানছি না। রামনবমী গু জাতীয় সংখ্যালঘু নির্যাতন দিবস। ঐ দিন হবে আমার রাজ্যে ছুটির দিন। চমৎকার। প্রসঙ্গত, এই প্রথম রামনবমীতে ছুটি ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। শনিবার এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নবান্ন। আগামী ১৭ এপ্রিল রামনবমী।

শিক্ষা ও ক্রীড়া সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের যুব শক্তির উন্নয়ন সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ ।। শিক্ষা ও ক্রীড়া সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের যুব শক্তির উন্নয়ন সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। এজন্য রাজ্যে উন্নত ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলা ও ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। আজ ধলাই জেলার আমবাসার চন্দ্রাইছড়ায় নবনির্মিত ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মধুসূদন সাহা যুব আবাসের উদ্বোধন করে মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমী বলেন, রাজ্যের খেলাধুলার উন্নয়নে যারা অবদান রেখে গেছেন তাদেরকেও স্বীকৃতি দেওয়া সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমী মতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, 'সত্তর দশকের গোড়ায় নেতাজি সুভাষ আঞ্চলিক ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুশীলনের সময় প্রখ্যাত জিমন্যাস্ট প্রয়াত মধুসূদন সাহার সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। তার প্রয়াণের পর আমি তার পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তখন তাদের আশ্বস্ত করেছিলাম যে রাজ্য সরকার একদিন প্রয়াত মধুসূদন সাহার প্রতি যথাযথ সম্মান দেবে।' মধুসূদন সাহার প্রতি সম্মান জানাতেই আমবাসায় চন্দ্রাইছড়ায় এই যুব আবাসটি নির্মাণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগের জন্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মুখ্যমী বলেন, আজ খুবই আনন্দের দিন। মুখ্যমী বলেন, এক সময় রাজ্যভিত্তিক বা জাতীয় ক্রীড়ায় যে সমস্ত খেলোয়াড়রা অংশ নিতেন তাদের বিভিন্ন স্কুলে রাখা হতো। এতে খেলোয়াড়রা বিভিন্ন সমস্যার সম্মখীন হতেন। বর্তমান সরকার খেলোয়াড়দের থাকার জন্য উন্নত পরিবেশ ও পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। এই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় যুব আবাস গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রধানমী নরেন্দ্র মোদির দিশা অনুসরণ করে রাজ্য সরকার রাজ্যের সার্বিক বিকাশে নিরলসভাবে কাজ করছে।

যুব আবাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামী টিংকু রায়, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, প্রাক্তন বিধায়ক পরিমল দেববর্মা প্রমুখ।

ব্রিগেডমুখী সন্দেশখালির মহিলাদের একাংশ

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি. স.): রবিবার তৃণমূলের ডাকা জনগর্জন সভায় ব্রিগেডমুখী হচ্ছেন সন্দেশখালির মহিলাদের একাংশ। লোকসভা নির্বাচনের আগে একাধিকবার সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছে এই সন্দেশখালি। অভিযোগ, দিনের পর দিন সন্দেশখালির মহিলাদের উপর অত্যাচার করে এসেছে তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান ও তাঁর বাহিনী। কিন্তু সেই তৃণমূলের ডাকা ব্রিগেডের উদ্দেশ্যেই আসতে শুরু করেছেন সন্দেশখালির মহিলাদের একাংশ। ইতিমধ্যে সেই ছবি ধরা পড়েছে সংবাদমাধ্যমে। যদিও বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, গত কয়েকদিন ধরেই সন্দেশখালিতে মহিলাদের ভয় দেখানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, সন্দেশখালির বিষয়টিকে সামনে রেখে আজ রবিবার তৃণমূলের ব্রিগেডের পাল্টা সন্দেশখালিতে সভা করবে বঙ্গ বিজেপি। বিজেপির অভিযোগ, বিজেপির সভায় যাতে সন্দেশখালির মহিলারা না যায় সেই কথা বলে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি স্থানীয় নেতৃত্বের।

রাজ্যে রামনবমীর ছুটিতে ক্ষোভ কবীর সুমনের

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি. স.): রাজ্য সরকারের দেওয়া রামনবমীর ছুটি নিয়ে গর্জে উঠলেন গায়ক কবীর সুমন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

কবীর সুমন সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, আর পারলাম না। রামনবমীতেও আমার রাজ্যে ছুটি। মানছি না। রামনবমী গু জাতীয় সংখ্যালঘু নির্যাতন দিবস। ঐ দিন হবে আমার রাজ্যে ছুটির দিন। চমৎকার। প্রসঙ্গত, এই প্রথম রামনবমীতে ছুটি ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। শনিবার এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নবান্ন। আগামী ১৭ এপ্রিল রামনবমী। ওই দিন জরুরি পরিষেবা বাদ দিয়ে রাজ্য সরকারি এবং সরকার পোষিত সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ছুটি থাকবে। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তে মোটেই খুশি নন """"গানওয়ালা"""" কবীর সুমন।

জনগর্জন সভা থেকেই প্রার্থী ঘোষণা করতে পারে তৃণমূল

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি. স.): কার্যত তৃণমূলের ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা ঘটতে চলেছে বলে সূত্রের খবর। প্রথমবার কোনও জনসমাবেশে দাঁড়িয়ে লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে পারে তৃণমূল। উল্লেখ্য, এ যাবৎ কালীঘাটে বা তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করাই রেওয়াজ তৃণমূলের।

জানা গেছে, রবিবার ব্রিগেডে জনগর্জন সভা-য় রাজ্যের ৪২টি আসনেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করবেন মমতা ব্যানার্জি। এবারের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় একাধিক চমক রয়েছে বলে সূত্রের খবর। তালিকায় কারা বাদ পড়বেন, কারা নতুন টিকিট পাবেন, তা জানতে অধীর আগ্রহে রাজ্যবাসী তথা রাজনৈতিক মহল।

তৃণমূলের জনগর্জন-এর দুপুরেই সন্দেশখালিতে সভা বিজেপির

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি. স.): বাংলার রাজনীতিতে হাইভোল্টেজ রবিবাসরীয় সকাল। রবিবার ব্রিগেডে সভা রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের। আবার সেদিনই সন্দেশখালিতে সভা রয়েছে বিজেপির।

উল্লেখ্য, তৃণমূলের জনগর্জনের দিনেই সন্দেশখালিতে সভা করার কথা আগেই জানিয়েছিল বিজেপি। যদিও পুলিশ অনুমতি দেয়নি। এই নিয়ে বিজেপি আদালতের দ্বারস্থ হলে, আদালত সভার অনুমতি দেয়। আদালত জানায়, ন্যাজাটের দক্ষিণ আক্রাতলায় সভা করতে পারবে বিজেপি। সভার সময় হতে হবে সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে। সভায় কোনও উস্কানিমূলক মন্তব্য করা যাবে না। আদালতের নির্দেশের পরেই সভার প্রস্তুতি শুরু করে বিজেপি। রবিবার দুপুরে সভা বিজেপির। জানা গেছে, বক্তব্য রাখবেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরে সন্দেশখালিকে কেন্দ্র করেই উত্তপ্ত বাংলার রাজ্য-রাজনীতি। সেই ইস্যুতে রাজ্যের শাসকদলকে আরও একবার বিঁধতে সন্দেশখালির এই সভা বলে মনে করা হচ্ছে।

শাহজাহানকে ফের হেফাজতে চাইতে পারে সিবিআই

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি. স.): রবিবারই শেষ হচ্ছে হেফাজতের মেয়াদ। রবিবার ফের বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হবে সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানকে। সূত্রের খবর, শাহজাহানকে আরও কিছু দিন নিজেদের হেফাজতে চাইতে পারে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। উল্লেখ্য, ৫৬ দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর গত ২৯ ফেব্রুয়ারি শাহজাহানকে গ্রেফতার করে রাজ্য পুলিশ। বসিরহাট আদালত তাঁকে ১০ দিনের হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল। সিআইডি-র হেফাজতে ছিলেন তিনি। পরে কলকাতা হাইকোর্ট শাহজাহানকে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিতে বলে। তদন্তের ভার যায় সিবিআইয়ের হাতে। তিন দিন শাহজাহানকে হেফাজতে পেয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। রবিবার সেই মেয়াদ শেষ হচ্ছে। সূত্রের খবর, শাহজাহানকে আরও কিছু দিন নিজেদের হেফাজতে চাইতে পারে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

জনগর্জন সভা নিয়ে কটাক্ষ বিজেপির দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি. স.): রবিবার তৃণমূলের জনগর্জন সভা ঘিরে মহানগরে রীতিমত সাজো সাজো রব। আর তা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ।

তিনি বলেন, ২০১৯ সালের নির্বাচনের আগেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের সব দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং ব্রিগেডে মহা সমাবেশ করেছিলেন। কিন্তু অনেক দল ও অনেক নেতা সংসদে পৌঁছাতে পারেননি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১২টি আসন হারিয়েছেন। এবারও তাই হবে। বেশ কয়েকটি দল আতঙ্কে রয়েছে, এবং বেশ কয়েকজন লোকসভার সাংসদ রাজ্যসভায় যাচ্ছেন।

জনজাতিদের আবেগকে

● প্রথম পাতার পর

আগরতলা বিমানবন্দরের অধিকর্তা কে সি মিনা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে পরিবহণ কমিশনার উত্তম মণ্ডল, পরিবহণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব সুব্রত চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

লোকসভা নির্বাচনকে

● প্রথম পাতার পর

সরকার ও কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কিভাবে পূর্ব ত্রিপুরা আসনটি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উপহার দেওয়া যায় এইবিষয় নিয়েই আজকের এই হলসভায় আলোচনা করা হয়।

ইয়াবা ট্যাবলেট সহ আটক ৩

● প্রথম পাতার পর

গোপন সূত্রের উপর ভিত্তি করে বাগবাসা থানার ওসি গাড়িটিকে আটক করে। গাড়ির মধ্যে তিন জন ছিল তারা হলো আব্দুল মতা, আর বাড়ি আসামের করিমগঞ্জ জেলার রানী গ্রামে, বোরহান উদ্দিন তার বাড়ি আসামের করিমগঞ্জ জেলার রাতাবাড়িতে এবং জনাব আলী তার বাড়িও আসামের করিমগঞ্জ জেলার রানী গ্রামে।

পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে তারা তাদের সাথে মাদক নেশা জাতীয় দ্রব্য রয়েছে বলে স্বীকার করে। তাদের কাছ থেকে মোট ৫৫ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়। এই ট্যাবলেট গুলি একবার খেলে তিন দিন পর্যন্ত নেশা থাকে বলে জানান উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী। এবং এই ট্যাবলেটগুলি ব্যবহার করে অসামাজিক কাজ করা হয় বলে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে।

এইগুলি খোলা বাজারে পাওয়া যায় না। মায়ানমারে ট্যাবলেটগুলি আছে এবং এগুলির কালোবাজার মূল্য প্রায় ৫ কোটি টাকা বলে পুলিশ সুপার জানান। তাদেরকে বাগবাসা থানায় গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছে এবং নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

রাইমা সাইমা

● প্রথম পাতার পর

কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ের গার্লস হোস্টেল, আনন্দরোয়াজা মেমোরিয়াল ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুলের সাংস্কৃতিক ভবনের উদ্বোধন করেন। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে মুখ্যমী ভার্চয়ালি গণ্ডাতুইসা মোটরস্ট্যাণ্ডের শিলান্যাস করেছেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমী বলেন, উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে শান্তি ও সম্পীতি। রাজ্যে এখন আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি সন্তোষজনক। তাই ভিন্ন রাজ্যের উদ্যোগীগণ রাজ্যে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। প্রায় প্রতিদিনই বহির্রাজ্যের শিল্পপতিরা নতুন নতুন প্রস্তাব নিয়ে রাজ্যে আসছেন। মুখ্যমী বলেন, গণ্ডাতুইসা মহকুমার অন্যতম আকর্ষণ ডুম্বর লেক ও নারিকেলকুঞ্জের মতো পর্যটন ক্ষেত্র। এখানকার পর্যটনক্ষেত্রের পরিকাঠামো উন্নয়নেও সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। সম্পতি পশ্চিমবঙ্গের মালদা সফরে যাওয়ার সময় অনেকেই ত্রিপুরার ডুম্বর লেক ও নারিকেলকুঞ্জ ভ্রমণের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের জনজাতিদের আবেগকে রাজ্য সরকার সবসময় সম্মান করে আসছে। তাই রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা, পাহাড়ের ককবরক নামকরণ করা হচ্ছে। গণ্ডাছড়ার নাম পরিবর্তন করে গণ্ডাতুইসা করা হয়েছে। সরকার রাজ্যের সমস্ত এলাকার উন্নয়ন ও জনকল্যাণে কাজ করছে। প্রধানমী নরেন্দ্র মোদির সবকা সাথ সবকা বিকাশের নীতিকেই পাথেয় করে সরকার চলছে। কৃষকদের কল্যাণ, যুব শক্তির বিকাশ, গরীব অংশের মানুষের কল্যাণ ও মহিলাদের ক্ষমতায়নেও সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে।

গণ্ডাতুইসা সফরে মুখ্যমী এদিন গণ্ডাতুইসা মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন। মুখ্যমী জানান, রাজ্যে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান ও গুণগত শিক্ষার সম্পসারণে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। প্রান্তিক জনপদের মানুষের কাছে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে শক্তিশালী করা হচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামী টিংকু রায়, সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য রাজেশ ত্রিপুরা, জেলা পরিষদের সদস্য ভূমিকানন্দ রিয়াং, ডুম্বরনগর বিএসির চেয়ারম্যান প্রেমসাধন ত্রিপুরা, ভাইস চেয়ারম্যান বিকাশ চাকমা, রইস্যাবাড়ি বিএসির চেয়ারম্যান প্রদীপ জমাতিয়া, ভাইস চেয়ারম্যান কসরঞ্জন ত্রিপুরা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, ধলাই জেলার জেলাশাসক সাজ বাহিদ এ, পুলিশ সুপার অবিনাশ রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক নন্দিতা দেববর্মা (রিয়াং)। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলাশাসক সাজ বাহিদ এ।

শ্রী রামকৃষ্ণের জন্মতিথি উৎসব

● আটের পাতার পর

পরিষদের সহকারী সভাধিপতি শ্যামল দাস থেকে শুরু করে আরও অন্যান্য অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন এদিনের এই রক্তদান শিবিরে প্রায় ৫০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে

● আটের পাতার পর

কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের নার্স ও নিরাপত্তারক্ষী মহিলাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে এদিন। এছাড়াও কৈলাসহর মহিলা থানার মহিলা পুলিশদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

এদিনেরই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জুবের আহমেদ খান, যুবনেতা দেবাংশু দাস, কৈলাসহর ব্লক যুব কংগ্রেসের সভাপতি শাহজান মিয়া, কৈলাসহর জেলা যুব কংগ্রেসের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট শানু চৌধুরী, চন্ডিপুর ব্লক যুব কংগ্রেসের সভাপতি নজরুল আলী, কৈলাসহর ব্লক যুব কংগ্রেসের মিডিয়া ইনচার্জ রিপন আলী সহ যুব কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃত্বরা। কৈলাসহর ব্লক যুব কংগ্রেসের এই ধরনের উদ্যোগ দেখে খুবই খুশি গোটা কৈলাসহরবাসী।

বন্ধুত্বপূর্ণ প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে জেআরসি-র এবার শ্যামসুন্দর জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ।। জয় দিয়েই মরশুম শেষ করলো জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব। রবিবার ভোলাগিরি মাঠে জেআরসি দল মুখোমুখী হয় শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের। সৌহার্দ্যপূর্ণ এই ম্যাচে জেআরসি দল ১০ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সকে। এবার নিয়ে চতুর্থবারের মতো এই দুই পরিবারের মধ্যে ক্রিকেট ম্যাচ সম্পন্ন হলো। গত তিনবার শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স জয়লাভ করলেও এবার বাজি মেরে দিলো জেআরসি দল। ম্যাচে খোদ মাঠে উপস্থিত ছিলেন শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের কর্ণধার রূপক সাহা। ওনাকে উত্তরীয় এবং স্মারক দিয়ে বরণ করে নেন জেআরসির সহ সম্পাদক অনির্বান দেব। রূপক বাবু স্পস্ট ভাষায় বললেন, জেআরসি ও শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স একই পরিবারের দুটো দল। কাজেই যে ই জিতুক তাতে তিনি খুশি। এরপর দুদলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে পরিচিত হলেন রূপক বাবু সহ শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের অন্যান্য দায়িত্ব প্রাপকরা। টস জিতে শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের অধিনায়ক প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাট করার সুযোগটাকে দারুন ভাবে কাজে লাগায় জেআরসি দল। নির্ধারিত ১৬ ওভার যদিও খেলতে পারেনি জেআরসি শিবির। এরপর ও ১৪.৫ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে জেআরসি-র স্কোর দাঁড়ায় ১৫০ রানে। এর মধ্যে বিশ্বজিৎ ২৮, মনোজিত ২৬, অরূপ ১২, এবং শেষ দিকে সুব্রত দুর্দান্ত মেজাজে ২৯ রান করার সুবাদেই এই স্কোর গড়ে জেআরসি। বল হাতে শ্যাম সুন্দরের পক্ষে একা চিরঞ্জিত ১৭ রানে ৬ টি উইকেট নেন। এছাড়া অভিজিৎ সাহা ২টি এবং একটি উইকেট নেয় সুমন দেব। পাল্টা খেলতে নেমে শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স ১৬ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ১৪০ রানই করতে সক্ষম হয়।

ব্যাটে দলের পক্ষে নয়ন দেবনাথ ৪৮, অভিজিৎ সাহা ৩৯, চিরঞ্জিত ১৭, সুমন দেব ১২ রান করলেও তা পরাজয় রুখতে পারেনি। ম্যাচে সেরা ফিল্ডার হলেন জেআরসির জাকির হোসেন। ম্যান সব দ্য ম্যাচ হলেন জে আর সি-র বিশ্বজিৎ দেবনাথ এবং সেরা ব্যাটসম্যান হলেন শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের নয়ন দেবনাথ।

ম্যাচের পর আয়োজকদের তরফে বিজয়ী ও রানার্স দলের হাতে পুরস্কারও তুলে দেয়া হলো। দারুন ভাবেই দিনটি উপভোগ করলেন দুদলের খেলোয়াড়েরা। জেআরসি দলের ক্যাপ্টেন তথা সচিব অভিষেক দে দুই দলের খেলোয়াড় সহ শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের পুরো পরিবারকে ধন্যবাদ জানান। পেশাগত দায়িত্ব পালনে সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ আউট অফ স্টেশনে থাকলেও পুরো আয়োজনে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন ব্যক্ত করেন।

ভালো খেলার লক্ষে এগিয়ে চলো মহিলা সদস্যাদের দিয়ে জার্সি প্রদান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ।। লক্ষ্য এবারও সেরা হওয়া। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই গড়া হয়েছে ব্যালান্সড দল। আশাকরি মেয়েরা হতাশ করবে না। সাফল্য পেয়েই মাঠ ছাড়বে। জানালেন এগিয়ে চলো সঙ্ঘের সচিব সুমন্ত গুপ্ত। রবিবার সঙ্ঘের অফিস বাড়িতে অনুষ্ঠিত জার্সি প্রদান অনুষ্ঠানে। ১৩ মার্চ থেকে শুরু হতে চলেছে সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট। উদ্বোধনের পরের দিন মাঠে নামবে এগিয়ে চলো সঙ্ঘ। এম বি বি স্টেডিয়ামে এগিয়ে চলোর প্রতিপক্ষ এ ডি নগর প্লে সেন্টার। ওই ম্যাচে মাঠে নামার আগে সুপতা দাসের তত্বাবধানে জোড় কদমে চলছে দলের অনুশীলন। মরশুমে এইগয়ে চলোকে নেতৃত্ব দেবেন ত্রিপুরা সিনিয়র মহিলা দলের ওপেনার মৌচৈতি দেবনাথ। ডেপুটি হিসাবে থাকবেন সুরভি রায়। মহিলা ক্রিকেটাররা যাতে পারিশ্রমিক পায় তা মাথায় রেখেই ৩ বছর আগে অংশ নিয়েছিলো মেলারমাঠের ওই ক্লাবটি। এগিয়ে চলো ওই প্রথা চালু করতেই এখন ক্রিকেটাররা কম বেশী পারিশ্রমিক পেতে শুরু করেছে। যার পুরো কৃতিত্ব এগিয়ে চলোর কর্তাদের। এদিকে মরশুমে ভালো ফলাফল করা নিয়ে আশাবাদী দলনায়িকা মৌচৈতি। স্পষ্টভাবেই বলেন,'এবছর থেকে প্রতি দলে তিনজন সিনিয়র ক্রিকেটার থাকার নিয়ম চালু করায় সুবিধে হয়েছে। এতে নবাগত বহু ক্রিকেটার খেলার সুযোগ পাবে। তবে আমাদের যে শক্তি ভালো ফলাফল হবেই বিশ্বাস করি'।ক্লাবের মহিলা সদস্যারা এদিন জার্সি তুলে দেন ক্রিকেটারদের হাতে। যা একথায় অভিনব। এগিয়ে চলো দল: মৌচৈতি দেবনাথ (অধিনায়িকা), সুরভি রায় (সহ অধিনায়িকা), মামন রবি দাস, প্রীয়া সূত্রধর, সালিনা দত্ত, তানিষা দাস, তনুশ্রী সাহা, শায়ন্তিকা নম: দাস, দেবযানি দেব, দেবশ্রিতা চৌধুরি, অশ্মিতা রায়, অঙ্কিতা পাটারি, সিন্ধা সরকার, মৌমিতা সাহা, সাক্ষি ভর্মা, পূর্মিমা দেবনাথ, বর্ষা দাস, প্রীয়াঙ্কা ভট্টাচার্য, মুনমুন বনিক এবং মৌসুমী সাহা। কোচ: সুতপা দাস, ম্যানেজার: অনামিকা সাহা।

২য় ম্যাচে জয়ে ফিরলো স্ফুলিঙ্গ শতদল সংঘের টানা পরাজয়

স্ফুলিঙ্গ-১৪০ শতদল সঙ্ঘ- ৯৬

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ।। জঘন্য ব্যাটিং। এর খেসারত দিতে হলো দলকে। বোলাররা অল্প রানে স্ফুলিঙ্গকে আটকে দিলেও ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় টানা দ্বিতীয় ম্যাচে হারতে হলো শতদল সঙ্ঘ-কে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সুপার ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে স্ফুলিঙ্গ জয়লাভ করে ৪৪ রানে। স্ফুলিঙ্গের গড়া ১৪০ রানের জবাবে শতদল সঙ্ঘ ৯৬ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের দুর্লব রায় ৫৬ এবং দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য ৪ উইকেট নিয়েছেন। আসরের দ্বিতীয় ম্যাচে এসে জয়ের স্বাদ পেলো স্ফুলিঙ্গ। রবিবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২২ গজে তেমন মাথা তুলে দাড়াতে পারেনি স্ফুলিঙ্গের ব্যাটসম্যান-রা। মিডল অর্ডারে দুর্লব রায় যদি কড়া প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারতেন তাহলে দলীয় স্কোর ১০০ রানের গন্ডি পার হতো না। দুর্লব ৮৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৬ রান করেন। এছাড়া দলের পক্ষে শাবন রূপার্ক ৬৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ এবং শচীন শর্মা ১৯ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩২ রান। শতদল সঙ্ঘের পক্ষে দীপ্তনু চক্রবর্তী ২৬ রানে ৩ টি,শুভম খেতোয়াস ১৭ রানে, সৌরভ দাস ২৯ রানে এবং দেবপ্রসাদ সিনহা ৩০ রানে ৩ টি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে পেস-স্পিন আক্রমণের মুখে তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে যায় শতদল সঙ্ঘের ইনিংস। দল গুটিয়ে যায় মাত্র ৯৬ রানে। দলের পক্ষে শুভম খেতোয়াস ৪৯ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬, দলনায়ক ভিকি সাহা ২৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫, শ্যাম শাকিল গণ ৪০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করেন। স্ফুলিঙ্গের পক্ষে দ্বেপায়ন ভট্টাচার্য ২৩ রানে ৪ টি, সাগর শর্মা ১৩ রানে এবং দলনায়ক অজয় সরকার ৩৪ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করেন।

ব্লাড মাউথকে পরাজয়ের মুখে ঠেলে দিয়ে জয়ের মুখ সংহতির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা , ১০ মার্চ।শংকর পালের লড়াকু ব্যাটিংয়ে দ্বিতীয় ম্যাচেই ঘুরে দাঁড়ালো সংহতি ক্লাব। যদিও মাত্র তিন রানের জন্য সেঞ্চুরি থেকে বঞ্চিত হলেন শংকর। সুপার ডিভিশন ঘরোয়া ক্লাব লিগ ক্রিকেটের সূচি অনুযায়ী দ্বিতীয় দিন আগরতলায় এমবিবি স্টেডিয়ামে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামে ব্লাড মাউথ ক্লাব ও সংহতি। জয় দিয়ে এবারের অভিযান ব্লাড মাউথ শুরু করলেও, নিজেদের প্রথম ম্যাচে সংহতি পরাজিত। ফলে স্বাভাবিকভাবেই রবিবার নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে জয়ের ধারাবাহিকতা অটুট রাখার প্রত্যাশাকে সামনে রেখে যেমন ময়দানে নামে ব্লাড মাউথ, ঠিক তেমনি প্রতিপক্ষ সংহতির লক্ষ্য ছিল দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানো। অবশেষে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে সক্ষম হল সংহতি। তাও আবার শংকর পালের ব্যাটিং এবং চিরঞ্জিত পাল ও অমিত আলীর হাত ধরে। দিনের ম্যাচে সংহতি ২৫ রানে জয় পাওয়ায় দ্বিতীয় ম্যাচেই পরাজয়ের মুখ দেখল ব্লাড মাউথ। এদিন সকালে সংহতি টসে জিতে প্রতিপক্ষদের জয়ের জন্য বড় রানের টার্গেট দেওয়ার লক্ষ্যে আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। দলনায়কের এই সিদ্ধান্তকে ব্যাট হাতে নিয়ে বাস্তবায়িত করে শংকর পাল। ইনিংসের শংকরের লড়াকু ৯৭ রানের সাহায্যে তিন বল বাকি থাকতেই সবকিছু উইকেট হারিয়ে ২৭৮ রান করে সংহতি। ব্লাড মাউথের বোলারদের মধ্যে ২৬ রান দিয়ে সর্বোচ্চ তিনটি উইকেট নেয় সানি সিং। সংহতির ব্যাটিং লড়াই ২৭৮ রানে থেমে যাওয়ার পর জয়ের জন্য ২৭৯ রানের টার্গেট নিয়ে ব্লাড মাউথ ব্যাট করতে নেমে ৪৮.৪ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২৫৩ রান তুলতে সক্ষম হয়। তবে ব্যাট হাতে নিয়ে ব্লাডের বিক্রম দাস (৫৯) ও সৌরভ দাস (৫২) অনেকটা লড়াই করার চেষ্টা করে। সংহতির বোলারদের মধ্যে চিরঞ্জিত পাল ৫৩ রানে চারটি ও অমিত আলী ৩৮ রানে তিনটি উইকেট নেয়। এই ম্যাচে সেরা ক্রিকেটার হিসেবে মনোনীত হয় অমিত আলী। আগামী ১২ মার্চ এই মাঠে লড়বে সংহতি ও শতদল।

পানিসাগরে টি-২০ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন উত্তর পদ্মবিল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ।। চ্যাম্পিয়ন হলো উত্তর পদ্মবিল গ্রাম পঞ্চায়েত। খেলো পানিসাগর টি-২০ ক্রিকেটে। বিলথৈ দ্বাদশমান বিদ্যালয় মাঠে হয় খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচটি। পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্দ্যোগে পানিসাগর ব্লক ভিত্তিক আসরে। ফাইনাল খেলার শুভ সূচনা করেন পানিসাগর বিধানসভার বিধায়ক বিনয় ভূষন দাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সঞ্জয় দাস,ভাইস চেয়ারম্যান লক্ষীকান্ত দাস, পঞ্চায়েত সচিব সজল দাস,উওর পদ্মবিল গ্রামের প্রধান গীতেন্দু দাস,উওর দেওছড়া গ্রামের প্রধান দীনবন্ধু সিনহা,বিলথৈ গ্রামের উপ প্রধান বিদ্যুৎ গোস্বামী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। ব্লক ভিত্তিক খেলো পানিসাগর কর্মসূচির টি টুয়েন্টি ক্রিকেট শুরু হয়েছিল ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে। খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্লক এলাকার চারটি মাঠে।এতে অংশ গ্রহণ করে পানিসাগর ব্লক এলাকার ১৫ টি গ্রাম পঞ্চায়েত,৩ টি ভিলেজ কাউন্সিল এবং নগর পঞ্চায়েতের ১৩ টি ওয়ার্ড থেকে ২ টি ক্রিকেট টিম সহ সর্বমোট কুড়িটি টিম। ফাইনাল খেলার টসে জিতে উওর দেওছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ব্যাট হাতে উওর পদ্মবিল গ্রাম পঞ্চায়েত আট উইকেটের বিনিময়ে ১৪৮ রান করে।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে উওর দেওছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৯ ওভার দুই বলে ১৪৬ রান করে পরাজয় কে মেনে নেয়।

খেলায় বিজয়ী উওর পদ্মবিল গ্রাম পঞ্চায়েত কে ট্রফি দিয়ে সম্মাননা প্রদর্শন করা হয়।পাশাপাশি রানার্স দলকেও ট্রফি দিয়ে সম্মাননা প্রদান করা হয়। ফাইনাল খেলায় ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ ও বেস্ট বোলার নির্বাচিত হয় শায়ন সুএধর,ম্যান অব দ্যা সিরিজ সাজন সুএধর, বেস্ট ব্যাটসম্যান সুমন দাস নির্বাচিত হয়েছেন।

ত্রিপুরা-কুমিল্লা ফ্রেন্ডশিপ কাপ ক্যারাটে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ।। 'ইন্ডিয়া বাংলাদেশ স্পোর্টস ফ্রেন্ডশিপ ফোরাম' এর উদ্যোগে আজ, রবিবার আগরতলা স্থিত এনএসআরসিসি বক্সিং হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো 'ত্রিপুরা-কুমিল্লা ফ্রেন্ডশিপ কাপ ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৪। উক্ত 'ত্রিপুরা -কুমিল্লা ফ্রেন্ডশিপ কাপ ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়ার জন্য বাংলাদেশের কুমিল্লা থেকে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিযোগী তথা প্রতিনিধি দল আজ-ই সকালে সোনামুড়ার শ্রীমন্তপুর সীমান্ত এলাকা দিয়ে ত্রিপুরায় এসেছে ন সোনামুরায় প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানান সোনামোরা স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ঝুটন রায় সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ ন বিকেল চারটায় এনএসআরসিসি বক্সিং হলে অনুষ্ঠিত হয় 'ত্রিপুরা-কুমিল্লা ফ্রেন্ডশিপ কাপ ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ'।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়া বাংলাদেশ স্পোর্টস ফ্রেন্ডশিপ ফোরামের সহ-সভাপতি রতন সাহা, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের জয়েন্ট সেক্রেটারি স্বপন সাহা, ইন্ডিয়া বাংলাদেশ স্পোর্টস ফ্রেন্ডশিপ ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়, কুমিল্লা ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস এসোসিয়েশন নাজমুল আহসান ফারুক জেনারেল সেক্রেটারি নাজমুল আহাসান ফারুক, ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি ত্রিপুরা অধিকর্তা দেবাশিস নন্দী, ক্রীড়া আধিকারিক ধীমান বিশ্বাস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ন।মুখ্য আয়োজক 'ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ স্পোর্টস ফ্রেন্ডশিপ ফোরাম' তথা সহযোগী ক্রীড়া সংগঠন 'ইউনাইটেড অল স্টাইল ক্যারাটে ত্রিপুরা অ্যাসোসিয়েশন ' সকল পর্যায়ের ক্রীড়ামোদি ও ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের উপস্থিতি উক্ত প্রতিযোগিতাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলে ন

প্রতিযোগিতায় উভয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কুমিল্লা দল ও রানার্স হয়েছে ত্রিপুরা দল ন

উমাকান্ত একাডেমির নতুন দ্বিতল ড্রেসিং রুমের উদ্বোধন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা , ১০ মার্চ।স্বাস্থ্য, মন, সমাজকে ভালো রাখার একটা মাধ্যম হলো খেলাধুলা। রাজ্যকে নেশা মুক্ত করে ত্রিপুরাকে একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে হলে যুবসমাজকে আরো বেশি করে খেলাধুলায় যুক্ত করতে হবে। খেলোয়ারদের পাশে রয়েছে সরকার। আগরতলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সাংসদ উন্নয়ন তহবিল থেকে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি দ্বিতল ড্রেসিং রুমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে কথাগুলি বললেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক।

দীর্ঘদিন বাদে পূর্ণতা পেল আগরতলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়াম। স্টেডিয়ামে উপযুক্ত ড্রেসিংরুম না থাকার ফলে প্রতিনিয়তই নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতেন ফুটবলাররা। তাই দীর্ঘদিনের এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা দ্বারস্থ হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকের। কর্মকর্তাদের দাবি মেনে মন্ত্রী শ্রীমতি ভৌমিক সাংসদ উন্নয়ন তহবিল থেকে স্টেডিয়ামে ড্রেসিংরুম তৈরির জন্য ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন। অবশেষে

প্রতিমা ভৌমিকের সাংসদ তহবিল থেকে এরিয়া ডেভেলপমেন্ট স্কিম এর অধীনে ২৪ লক্ষ ৯৭ হাজার ২৯৯ টাকা ব্যায় করে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে তৈরি করা হয়েছে দ্বিতল ড্রেসিং রুম। রবিবার এই ড্রেসিং রুমের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। এতে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রনব সরকার, সহ-সভাপতি রুপক সাহা সহ টি.এফ.এ কর্মকর্তারা। মূলত খেলোয়াড়দের সুবিধার জন্য এই ড্রেসিং রুম তৈরি করা হয়েছে। এদিন ড্রেসিং রুম উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা ব্লু ও ত্রিপুরা হোয়াইট দলের মধ্যে একটি প্রীতি ম্যাচও অনুষ্ঠিত হয়।

ড্রেসিংরুমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী শ্রীমতি ভৌমিক বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার খেলোয়ারদের পাশে রয়েছে। প্রত্যেকটা খেলাধুলার মধ্যে সরকার মনোনিবেশ করেছে। যুবকদের যাতে শারীরিক মানসিক ও বাণিজ্যিকভাবে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা যায় এবং তাদের খেলাধুলা দেখে যাতে আগামী প্রজন্ম উৎসাহিত হয় তার জন্য প্রধানমন্ত্রী বিভিন্নভাবে খেলাধুলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প নিয়ে কাজ করে চলেছে।

হ্যালুসিনেট-এ ভার্চুয়াল খেলার দারুণ আয়োজনের শুভারম্ভ হল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ।। অসাধারণ অনুভূতি। হ্যালুসিনেশন-এর পুরো যন্ত্রপাতি চোখে না লাগালে সত্যিই তার আসল রহস্যের উদঘাটন কেউ করতে পারবেন না। ক্রিকেট মাঠে সম্পূর্ণ খেলার পরিবেশে যেমন আসল ক্রিকেট খেলা হয়, তেমনি এই ভার্চুয়াল ক্রিকেটের মধ্যেও একই রকম ব্যাট, বল, স্কোর নিয়ে হুবহু পরিবেশের অনুভব আসে। এক অসাধারণ অনুভূতি তৈরি হয়, যখন এই লাউঞ্জে নিজেকে ক্রিকেটের সাথে জুড়ে নেওয়া যায়। আজ, রবিবার হ্যালোসিনেট-এ ভার্চুয়াল খেলার এই আয়োজনের দারুন সূচনা হলো। আর এই উপলক্ষে হ্যালুসিনেট-এর সত্বাধিকারী এবং জড়িত প্রত্যেকের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা মহিলা ক্রিকেট দলকে সংবর্ধিত করা হয়েছে। আজ শুরু। তবে হ্যালুসিনেট প্রতিষ্ঠান যে কথাটা বলতে চাইছে, তা হলো হ্যালুসিনেট একটা শুধু সময় কাটানোর স্থান নয়, এই প্রতিষ্ঠানে যে কোনও বয়সের, যে কোনও জায়গার ছেলেমেয়ে বা নারী-পুরুষরা একসাথে বন্ধু বান্ধব অথবা পরিবার নিয়ে এসে কিছুটা অন্য মাত্রার খেলা উপভোগ করতে পারেন। খেলতে পারেন। সাথে সুন্দর সময় কাটাতে পারেন। উত্তরপূর্ব ভারতে রেজিস্ট্রিকৃত সংস্থা, প্লে স্টেশন, পাশাপাশি ভার্চুয়াল টেবিল টেনিস খেলারও দারুন সুযোগ করে দিয়েছে এই হ্যালুসিনেট। আয়োজকদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমন্ত্রণও জানানো হয়েছে।

সর্বভারতীয় দাবা ফেডারেশনের যুগ্ম সচিব ত্রিপুরার প্রশান্ত কুন্ডু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ।। ত্রিপুরার দাবার ইতিহাসে সম্ভবত এবারই প্রথম। ফেডারেশনের যুগ্ম সচিব নির্বাচিত হয়েছেন রাজ্য দাবা সংস্থার কোনও সদস্য। আগামী ৪ বছরের জন্য ফেডারেশনের যে কমিটি গঠন করা হয়েছে তাতে যুগ্ম সচিব হিসাবে রয়েছেন রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি প্রশান্ত কুন্ডু। ফেডারেশনের সভাপতি এবং সচিব নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে হরিয়ানার নিতীন নারাম এবং গুজরাটের দেব এ প্যাটেল। রবিবার দেশের রাজধানী দিল্লির লিলা এমবিয়াপ্সে হয় নবগঠিত কমিটির সভা।

তাতে দেশে দাবা খেলার আরও কীভাবে উন্নতি করা যায় তা নিয়ে হয় বিস্তর আলোচনা। এদিকে ফেডারেশনের যুগ্ম সচিব প্রশান্ত কুন্ডু নির্বাচিত হওয়ায় খুশি রাজ্যের দাবাড়ুরা। সকলেই মনে করছেন প্রশান্ত কুন্ডুর হাত ধরেই ত্রিপুরার দাবা আরও এগিয়ে যাবে। রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি বিশ্বাস করেন, ত্রিপুরার দাবাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে গেল রিয়াল

সান্তিয়াগো, ৯ মার্চ (হি.স.) : বুধবার (৬/৩) রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগের ম্যাচে লাইপজিগের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেও চ্যাম্পিয়নসলিগের কোয়ার্টার ফাইনালে গেল রিয়াল মাদ্রিদ। কারণ প্রথম লেগে তাঁরা ১-০ গোলে জয় পেয়েছিল। অর্থাৎ দুই লেগ মিলিয়ে রিয়াল জয় পেল ২-১ গোলে। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ম্যাচের প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য। দ্বিতীয়ার্ধেই হয় দুই গোল। ৬৫ মিনিটে বেলিংহ্যামের আসিস্টে গোল করেন ভিনিসিউস জুনিয়র। এই অ্যাসিস্ট করে দারুণ এক রেকর্ড করেছেন বেলিংহ্যাম। তিনি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে টানা ৬ ম্যাচে গোল কিংবা অ্যাসিস্ট করা তৃতীয় কনিষ্ঠতম ফুটবলার। এখন তাঁর বয়স ২০ বছর ২৫১ দিন। এর আগে আছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে(১৮ বছর ৩৩৭ দিন) ও আরলিং হলান্ড(২০ বছর ২৩১ দিন)। রিয়ালের গোলের ২ মিনিট পরই গোল পায় লাইপজিগ। শেষ পর্যন্ত আর কোনও গোল হয়নি। ফলে দুই লেগ মিলিয়ে ২-১ গোলে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে যায় রিয়াল মাদ্রিদ।

নিয়োগ সংক্রান্ত সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি

কদমতলা আইসিডিএস প্রজেক্টের অধীন কদমতলা আরডিব্লকের অন্তর্গত ৪টি(চার) অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে ৪ (চার)জন অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা নিয়োগ করা হবে। এ বিষয়ে নিম্নে পুনরায় সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হল। এই নিয়োগ সংক্রান্ত প্রকাশিত পূর্বের বিজ্ঞপ্তিকে উপেক্ষা করার জন্য আবেদনকারীদের অনুরোধ করা হল। নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত জানার জন্য কদমতলা সিডিপিও অফিসে যোগাযোগ করুন।

ক্রমিক নং	ব্লক	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম/ এডিসি ভিলেজের নাম	অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের নাম (যে কেন্দ্রের শূন্যপদ পূরণের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হইতেছে)	অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকার শূন্যপদ
১	কদমতলা	[illegible]	[illegible] অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	১
২	কদমতলা	[illegible]	[illegible] অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	১
৩	কদমতলা	[illegible]	[illegible] অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	১
৪	কদমতলা	[illegible]	[illegible] অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	১
			মোট	৪

বিঃদ্রঃ আবেদন করার শেষ তারিখ হচ্ছে ১৬ই মার্চ, ২০২৪ইং।

(স্বাক্ষর)
সিডিপিও
কদমতলা আইসিডিএস প্রজেক্ট
কদমতলা, উত্তর ত্রিপুরা

ICA/D-1933/24

গোমতী জেলা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডের উদ্বোধন

সরকার ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নয়ন ও ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশে উন্নত ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ ।। রাজ্যে উন্নত ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। সরকার ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নয়ন ও ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশে উন্নত ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে। আজ গোমতী জেলা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যুব শক্তিকে ড্রাগস ও নেশা থেকে দূরে রাখতে খেলাধুলায় উৎসাহিত করা হচ্ছে। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তুলতে খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। যুব সমাজকে নেশার কবল থেকে রক্ষা করতে পারে খেলাধুলা। উল্লেখ্য, এই গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ১৪ হাজার।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশে উন্নত ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য কাজ করছেন। তিনি মানুষের আর্থসামাজিক ও পরিকাঠামো উন্নয়নের গ্যারান্টি দিয়েছেন। রাজ্যে ফুটবল, ক্রিকেট, জিমন্যাস্টিক্স, অ্যাথলেটিক্স, হকি, সুইমিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোচের অভাব না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে রাজ্য সরকার কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী স্টেট ট্যালেন্ট সার্চ প্রকল্পে ৫২ জন খেলোয়াড়কে এককালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সম্প্রতি সপ্তম উত্তর পূর্বাঞ্চল যুব উৎসব রাজ্যে সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। রাজ্যে প্রথমবারের মতো প্যারা গেমসের আয়োজন করা হয়েছে। এতে প্রায় ৩০০ জন দিব্যাঙ্গজন অংশগ্রহণ করেছেন। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে রাজ্যে ৫০টি ওপেন জিম নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। এরমধ্যে ৩১টি জিমের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকিগুলি খুব শীঘ্রই শেষ হবে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সিন্থেটিক টার্ফ ফুটবল গ্রাউন্ড তৈরি করা হয়েছে। চন্দ্রপুর, জিরানীয়া, মোহনপুর ও খোয়াইয়ে অনুরূপ সিন্থেটিক টার্ফ ফুটবল গ্রাউন্ড নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়াও গোমতী জেলায় ২০০ শয্যা বিশিষ্ট যুব আবাস নির্মাণ করা হবে। অনুষ্ঠানে ক্রীড়া ও যুব কল্যাণমন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতে আধুনিক ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ চলছে। রাজ্যের ক্রীড়াবিদরা এখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিকস্তরে সুনাম অর্জন করছে। ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার জেলাগুলিতে উন্নত ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের সচিব ড় পি কে চক্রবর্তী। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন গোমতী জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি দেবল দেবরায়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা, পুলিশ সুপার নমিত পাঠক প্রমুখ।

পরপর যান দুর্ঘটনায় আহত বহু, মৃত দুই গবাদী পশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১০ মার্চ ।। পরপর ঘটে যাওয়া যান দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে দুটি গবাদী পশুর। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, একটি দ্রুতগামী লরি কমলপুরের দিক থেকে ফটিকরায়ের দিকে আসছিল। এই লরিটি গঙ্গানগর এলাকায় দুটি গরুকে পিষে মারে। গরুর মালিক সঞ্জিত মালাকার এই দৃশ্য দেখে ঘাতক গাড়িটিকে আটক করতে একটি বলেরো ভ্যান নিয়ে পিছু ছুটেন। দ্রুতগামী এই বলেরো গাড়িটি গকুলনগর এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় পতিত হয়। সে সময়ে গকুলনগরে কৃষি দপ্তরের একটি সরকারি অনুষ্ঠান চলছিল। কৃষি শেড ঘর উদ্বোধনে মন্ত্রী সুধাংশু দাস বক্তব্য রাখছিলেন। স্থানীয় লোকজন বসে এবং দাঁড়িয়ে অনুষ্টান উপভোগ করছিলেন। ঠিক সেই সময়ে দ্রুতগামী বলেরো পিক আপটি মঞ্চে এসে আছড়ে পড়ে। এতে কম পক্ষে নয়জন আহত হয়েছেন।

আহতদের উদ্ধার করে কুমারঘাট, ফটিকরায় ও উনকোটি জেলা হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। এর মধ্যে দুই জনের অবস্থা আশাঙ্কা জনক হওয়ার কারনে তাদের আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। পুলিশ দুটি গাড়িকেই আটক করেছে। তবে মন্ত্রীর অনুষ্ঠানে এধরনের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়

স্নেহ সংবাদ অভিযান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ মার্চ ।। রবিবার উদয়পুর রাজর্ষি কলাক্ষেত্রে ভারতীয় জনতা পার্টি দলের গোমতী জেলা সংখ্যালঘু মোর্চা উদ্যোগে গোমতি জেলা স্নেহ সংবাদ অভিযান নামে এক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এদিন এ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, জিতেন্দ্র মজুমদার, রাম পদ জমাতিয়া সহ জেলা সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি রফিক মিয়া ও জেলা সংখ্যালঘু মোর্চার প্রভারি কাকন মিয়া।

এদিন এ অনুষ্ঠানে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি তুলে ধরেন যে প্রকল্পগুলি দ্বারা সংখ্যালঘু মানুষজন ব্যাপক উপকৃত হয়েছেন।

রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় ওনার বক্তব্য রাখার সময় বলেন ১৮ বিধানসভা নির্বাচনের আগে কমিউনিস্ট পার্টি বলেছিল ভারতীয় জনতা পার্টি দল একটি হিন্দুদের সংগঠন। ওই সময় কমিউনিস্ট পার্টির কথায় অনেক সংখ্যালঘু ভাই বোনরা ভয় পেয়ে ভারতের জনতা পার্টি দলকে সমর্থন করেননি।

কিন্তু ২০১৮ থেকে ২০২৩ দীর্ঘ পাঁচ বছরের সময়কালের সংখ্যালঘুদের অভূতপূর্ব উন্নয়ন দেখে ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘুদের ভোট এসেছে ভারতীয় জনতা পার্টি দলে। মন্ত্রী আরো বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী চাইছেন অন্তিম পর্যায়ে থাকা ব্যক্তিদের সব রকমের সুযোগ সুবিধা প্রদান করার জন্য। তাইতো উনি সবসময়ই বলে থাকেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্রয়াস। তাই প্রধানমন্ত্রীর উপর আস্থা রেখে বিজেপির সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান করেন তিনি।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে উপলক্ষে যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে মহিলাদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১০ মার্চ: আন্তর্জাতিক নারী দিবসে উপলক্ষে কৈলাসহর ব্লক যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে কৈলাসহরের বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে মহিলাদের। প্রথমে কৈলাসহর আরজিএম হাসপাতালে গিয়ে নার্স ও মহিলা কর্মীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাগরিক কর্মসূচী এবং বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত সীমান্তরক্ষী বাহিনীর উদ্যোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ মার্চ ।। সীমান্ত এলাকায় ১৯২ ব্যাটেলিয়ন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স দ্বারা আয়োজিত নাগরিক কর্মসূচী এবং বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয় আজ। ১৯২ ব্যাটালিয়ন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স সীমান্ত বর্তী গ্রাম নতুন জয়রাম চাঁদ পাড়া এবং পুরাতন জয়রাম চাঁদ পাড়ার সীমান্তের গ্রামীণ বাসিন্দাদের জন্য একটি সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়।

যার উদ্বোধন করেছেন পরমজিৎ সিং, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স তেলিয়ামুড়া। এই উপলক্ষে সিএমএস রাওয়াত, কমান্ড্যান্ট, ১৯২ ব্যাটালিয়ন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এবং সীমান্তে মোতায়েন অন্যান্য অফিসার এবং সৈন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বর্ডার পোস্ট জে সি পাড়ায় শ্রী পরমজিতৎ সিংহ ডাইরেক্টর ইন্সপেক্টর জেনারেল হেডকোয়ার্টার তেলিয়ামুড়া সৈনিক সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার সময় বাহিনীর সৈন্যদের উৎসাহিত করেন এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়া সৈনিকদের ট্রফি ও মেডেল দিয়ে সম্মানিত করেন, যার মধ্যে সেরা কোম্পানি কমান্ডার নির্বাচিত হয়েছেন ইন্সপেক্টর রত্নাকর সোয়াই।

শ্রেষ্ঠ শারীরিক দক্ষতার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন কনস্টেবল মনোজ কুমার সিং, শ্রেষ্ঠ স্যুটার নির্বাচিত হয়েছেন কনস্টেবল অশোক বাগ, শ্রেষ্ঠ অধীনস্থ অধিকারী নির্বাচিত হয়েছেন সহায়ক উপ নিরক্ষক শিবপাল সিং, শ্রেষ্ঠ হেড কনস্টেবল নির্বাচিত হয়েছেন হেড কনস্টেবল রুহী দাস গুট্টে এবং শ্রেষ্ঠ কনস্টেবল নির্বাচিত হয়েছেন কনস্টেবল অরবিন্দ সিং।এই সময় নতুন জয়রামচাঁদ পাড়ায় জিনিসপত্র বিতরণ করা হয় যার মধ্যে রয়েছে স্কুল ব্যাগ, কলম, শিশুদের জন্য নোটবুক, সেলাই মেশিন, মহিলাদের জন্য ঘরের বাসন ও ছাতা এবং চেয়ার, সোলার লাইট, জলের ট্যাঙ্ক এবং গ্রামবাসীদের তাদের কমিউনিটি হলের জন্য খেলাধুলার সরঞ্জাম। ফুটবল এবং ক্যারাম বোর্ড এবং অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় এবং মেডিকেল অফিসার, ১৯২ ব্যাটালিয়ন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স , দ্বারা সীমান্ত এলাকার গ্রামে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরীক্ষা করা হয় এবং দরিদ্র ও অসুস্থ মহিলা, শিশু এবং বৃদ্ধদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়। মানুষকে বিনামূল্যে ঔষধ ও বিতরণ করা হয়। এই সময়নতুন জয়রামচাঁদ পাড়ার পঞ্চায়েত সদস্য জিতেন্দ্র রিয়াং এবং পুরাতন জয়রামচাঁদ পাড়া পঞ্চায়েত সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র রিয়াং এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিশু ও অন্যান্য গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ১০০ গ্রামবাসী এই কর্মসূচি থেকে উপকৃত হয়েছেন। ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল স্যার সীমান্ত এলাকার শিশুদের সুশিক্ষা ও খেলাধুলার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন এবং সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী ও সীমান্তবর্তী নাগরিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে এবং সীমান্তে অপরাধ ও অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে গ্রামবাসীদের সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। এই অনুষ্ঠানটি গ্রামবাসীদের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয় এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

মাছ উৎপাদনে ঘাটতি মেটাতে মৎস্য চাষীদের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ১০ মার্চ ।। রাজ্যে মাথাপিছু মৎস্য উৎপাদনে এখনো কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। সেই ঘাটতি মেটানোর পাশাপাশি মাছ উৎপাদনে মৎস্যচাষীদের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে রবিবার মেলাঘর টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে ১ দিবসীয় কর্মশালা। মৎস্য দপ্তরের সোনামুড়া মহকুমা কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত হওয়া বিজ্ঞান ভিত্তিক এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় মেলাঘর পুর পরিষদ এলাকার ৪৪০ জন মৎস্য চাষী অংশ গ্রহণ করেন। কর্মশালায় মৎস্য বিশেষজ্ঞ স্বপন চৌধুরী উপস্থিত মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনামিকা ঘোষ পাল রায় , ভাইস চেয়ারপার্সন গুরুপদ রায় , রুদ্রসাগর ফিসারম্যান সমবায় সমিতির সভাপতি পবিত্র দাস , সমাজসেবী বিশ্বজিৎ দাস, সুপাঙ্ক সরকার প্রমুখ।

প্রয়াত দৈনিক জাগরণ পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গীয় পরিতোষ বিশ্বাসের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে রবিবার তাঁর বাসভবনে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য এবং পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

গ্রামীণ এলাকার ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশে সরকার উন্নত ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তুলছে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ ।। গ্রামীণ এলাকার ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশে সরকার উন্নত ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তুলছে। রাজ্যে ক্রীড়াক্ষেত্রের মানোন্নয়নে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। আজ শান্তিরবাজার উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে গ্র্যাণ্ডস্ট্যাণ্ড ও গ্যালারির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। এই গ্র্যাণ্ডস্ট্যাণ্ড ও গ্যালারি নির্মাণে ব্যয় হবে ৯ কোটি ২০ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামী টিংকু রায়, সমবায়মী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি বিভীষণ দাস, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন স্বপা বৈদ্য, জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত। স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমী বলেন, ক্রীড়াক্ষেত্রের মানোন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে জাতীয়স্তরের খেলাধুলায় রাজ্যের ক্রীড়াবিদরা সাফল্য পাচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে ক্রীড়াক্ষেত্রের মানোন্নয়নে ৬.৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। উন্নত ক্রীড়া পরিকাঠামো ও ভালোমানের ক্রীড়া প্রশিক্ষক না থাকলে খেলাধুলার উন্নয়ন ও প্রতিভার বিকাশ সম্ভব নয়। তাই সরকার এই দুটি ক্ষেত্রকেই গুরুত্ব দিয়েছে। বাধারঘাট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে অ্যাথলিটদের জন্য উন্নত সিন্থেটিক ট্র্যাক নির্মাণ করা হয়েছে। রাজ্যের জেলাগুলিতেও উন্নত ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। আজ ধলাই জেলায় ২০০ শয্যা বিশিষ্ট যুব আবাস নির্মাণ করা হয়েছে। গোমতী জেলায় স্পোর্টস কমপ্লেক্সে গ্র্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডের উদ্বোধন হয়েছে। মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ শান্তিরবাজারে ইউনিটি পার্কের উদ্বোধন করেন। এই পার্কে মুখ্যমী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও মহাত্মা গান্ধীর পূর্ণাবয়ব মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। শান্তিরবাজারে ইউনিটি পার্ক নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১৬ লক্ষ ৬৮ হাজার ৪৫১ টাকা। অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামী টিংকু রায় বলেন, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নয়নেও সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এতে ক্রীড়াক্ষেত্রে সাফল্যও আসছে। সমবায়মী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, গ্রামীণ এলাকায় অনেক ক্রীড়া প্রতিভা রয়েছে। তাদের প্রতিভা বিকাশে আগামীদিনে এই গ্র্যাণ্ডস্ট্যাণ্ড ও গ্যালারি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

ফের ১১ কেজি গাঁজা সহ আটক ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ মার্চ ।। রুটিন চেকিংয়ে ১১কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করল কদমতলা থানার পুলিশ। প্রতিদিনের মতো কদমতলা থানার সেকেন্ড অফিসার ইন্সপেক্টর আর সাংমা ধর্মনগর থেকে কদমতলা আসার মূল সড়কের উপর লালছড়া এলাকায় স্পেশাল যানবাহন চেকিংয়ে বসেন। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ দ্রুতগতিতে টিআর০৫-ডি-৭৮৫৮ নম্বরের সুপার স্ফেন্ডার বাইকে করে দুই যুবক ধর্মনগরের দিক থেকে কদমতলা উদ্দেশ্যে আসছিল। তখন পুলিশ তাদের সিগন্যাল দেয় বাইক থামানোর জন্য। কিন্তু তারা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরবর্তীতে পুলিশ তাদের আটক করতে সক্ষম হয়। তাদের আটক করার পর তাদের সাথে থাকা একটি ব্যাগ দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। তখন কদমতলা থানার পুলিশ বাইক সহ তাদের আটক করে কদমতলা থানায় নিয়ে আসে।

কদমতলা থানার ওসি জয়ন্ত দেবনাথ জানিয়েছেন তাদের সাথে থাকা ব্যাগ থেকে তল্লাশি চালিয়ে ছোট বড় ৪ প্যাকেটে মোট ১১ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। দুই পাচারকারীরা হলেন যথাক্রমে জুনেদ আহমেদ(১৯), পিতা মোঃ দুলাল উদ্দিন বাড়ি দক্ষিণ ফুলবাড়ী ৬নং ওয়ার্ডে অপরজন জয়বুল হক (২৩), পিতা মোঃ মদরিছ আলী বাড়ি তারাকপুর ৫নং ওয়ার্ড এলাকায়। কদমতলা থানার পুলিশ সুনির্দিষ্ট ধারায় একটি মামলার রুজু করে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। আগামীকাল তাদের ধর্মনগর জেলা আদালতে প্রেরণ করবে।

কনটেম্পোরারি ফাউন্ডেশন ফর আর্ট এন্ড ক্রাফটের পক্ষ থেকে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ মার্চ ।। কনটেম্পোরারি ফাউন্ডেশন ফর আর্ট এন্ড ক্রাফটের পক্ষ থেকে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী, সংবর্ধনা অনুষ্ঠান এবং অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার সকাল দশটায় ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে কনটেম্পোরারি ফাউন্ডেশন ফর আর্ট এন্ড ক্রাফট এর উদ্যোগে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী, সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

গাছে জল সিঞ্চন এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। উপস্থিত ছিলেন পুর পরিষদের চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ দে সরকার, বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্যামল নাথ, সমাজসেবী অমিত দত্ত, কাজল দাস এবং কণটেম্পোরারি ফাউন্ডেশন ফর আর্ট এন্ড ক্রাফ এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য পরেশ চন্দ্র নাথ। এই অনুষ্ঠানে ৩০০জন প্রতিযোগীকে পুরস্কারের মাধ্যমে এবং ২৫জন প্রতিযোগী যারা জাতীয় স্তরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পারদর্শিতা দেখিয়েছে তাদের মধ্যে এক লক্ষ টাকা নগদ মূল্য পুরস্কার স্বরূপ বিতরণ করা হয়। ছয় জন প্রতিবন্ধী কে হুইল চেয়ারের মাধ্যমে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তাছাড়া এই অনুষ্ঠানে গুণীজন যারা রয়েছে তাদেরকে বিশেষ সংবর্ধনার আয়োজন এর মাধ্যমে সম্মান জানানো হয়। অঙ্কন প্রতিযোগিতায় ধর্মনগর তথা উত্তর জেলার বিভিন্ন মহকুমা থেকে দলে দলে প্রতিযোগিরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানকে সাফল্য মণ্ডিত করে তোলে।

এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য কনভেনার সৌরভ রায়, সুরোজ ঘোষ এবং বাপ্পা চক্রবর্তী অভিভাবক ও প্রতিযোগীদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন।

এই ধরনের জাতীয় স্তরের একটি বেসরকারি আর্ট এন্ড ক্রাফটের সংস্থা যেভাবে ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে তাকে অভিনন্দন জানান উপস্থিত অতিবর্গরা।

বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক দ্বিতীয় দ্বিবার্ষিকী জেলাভিত্তিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১০ মার্চ ।। বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক দ্বিতীয় দ্বিবার্ষিকী জেলাভিত্তিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার সাব্রুম ঋষি অরবিন্দ মিলনায়তনে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ, দক্ষিণ জেলার বিজেপির সভাপতি শঙ্কর রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিপ্লব কুমার দেব বলেন, বামেরা ২৫ বছর রাজ্যে স্থায়ীভাবে শাসন করেছে।

তবে তারা কিছুই করতে পারেনি। কিছুই দিতে পারেনি। তবে বিজেপি সরকার রাজ্যে আসার পর থেকে রাজ্যের মানুষের দিন পরিবর্তন হয়েছে। এই সরকার মানুষের হিতে কাজ করছে। তিনি বলেন জনগণের উন্নয়নই বিজেপি সরকারের একমাত্র লক্ষ্য।

নর্থ ইস্টার্ন ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সাইন্স ও মধ্য শহর ক্লাব এর উদ্যোগে যে মেগা হেলথ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ মার্চ ।। শনিবার ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্থশতবার্ষিকী ভবনে নর্থ ইস্টার্ন ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সাইন্স এবং ধর্মনগরের মধ্য শহর ক্লাব এর উদ্যোগে যে মেগা হেলথ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে ধর্মনগর জুড়ে ব্যাপক সাড়া পড়েছে।

আজকের এই হেল ক্যাম্পে মোট ১৫০ জন স্নায়ু রোগী উপকৃত হয়। যারা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ধরনের নার্ভ গঠিত প্যারালাইসিস রোগে ভুগছে তারা দলে দলে এসে এই মেগা হেলথ ক্যাম্পে সুযোগ ভোগ করে।

এই হেলথ ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বনামধন্য কৃতি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত নিউরো চিকিৎসক বর্তমানে শিলচরে কার্যরত ড সম্মোদ্ধ ধর, এছাড়া চিকিৎসক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ দীপক দুবে ডঃ বিকাশ সিনহা, নর্থ ইস্টার্ন ইন্সটিটিউট ফর নিউরোসাইন্স এর সিইও হরিপদ দেবনাথ।

উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর পুরো পরিষদের চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ দে সরকার, বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্যামল নাথ এবং মধ্য শহরের সভাপতি বিপ্লব বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা। এই ধরনের হেলথ ক্যাম্প সংগঠিত করায় ধর্মনগরবাসীরা মধ্য শহর ক্লাব কে এবং নর্থ ইস্টার্ন ইনস্টিটিউট ফর নিউরো সাইন্সের কর্মকর্তাদের সাধুবাদ জানিয়েছেন।

শ্রী রামকৃষ্ণের জন্মতিথি উৎসব তিথি উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত কৈলাসহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১০ মার্চ: চলতি মাসের ১২ তারিখ ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণের জন্মতিথি উৎসব।এই উৎসব উপলক্ষে কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে রবিবার দুপুর বেলা মিশনের হল ঘরে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত এই রক্তদান শিবিরের উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ জী, ঊনকোটি জেলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।